পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 197 Thursday, 18 June, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১৯৭ সংখ্যা ✻ ৩ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

এবার অরূপের নামে বিধাননগর পুলিশে চিঠি পাঠাল মেসির টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুনঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কোথায়? কেন তিনি পুলিশি হাজিরা দিচ্ছেন না? এমনকী, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও এই প্রশ্ন করেছিলেন। তবে, এর মধ্যেই আরও বিপাকে অরূপ বিশ্বাস। লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিকের দিনই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে এল মেসির টিমের চিঠি। কলকাতায় যে দিন মেসি এসেছিলেন তাঁকে দেখার জন্য হাজার-হাজার ভক্তের ভিড় হয়েছিল মাঠে। তবে আগত দর্শকদের অভিযোগ, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা মেসিকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলেন যে দর্শকরা এই ফুটবলারকে দেখতে পাননি। এই নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তাঁরা। পরবর্তীতে অরূপ এবং মেসির একটি ছবি ভাইরাল। যে ছবিতে দেখা যায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফুটবলারের পেটে-কাঁধে হাত দিয়ে রয়েছেন। মেসিকাণ্ড নিয়ে আগেই থানা পুলিশ হয়েছে। এবার খোদ ফুটবলারের টিম থেকে আসল চিঠি। তাঁদের অভিযোগ, মাঠের কার্যত হেনস্থা করা হয় মেসিকে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে চিঠি। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে লেখা হয়েছে, প্রোটোকল অনুযায়ী লিওনেল মেসিকে সকলে স্পর্শ করতে পারেন না। তাঁকে দেখা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। তবে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ছবি তুলেছিলেন। কাঁধে-কোমরে হাত দিয়ে ছবি তুলেছিলেন। চিঠিতে এও লেখা হয়েছে, প্রচুর মানুষ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে মাঠে ঢুকে গিয়েছিলেন। যার ফলে দ্রুত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। নিরাপত্তার গাফিলতিরও অভিযোগ করা হয়েছে।

পাশে বসে ট্রাম্প, মার্কিন হামলায় ভারতীয়দের মৃত্যু নিয়ে তুলোধনা প্রধানমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৭ জুনঃ দেশের আগে কেউ নয়! ফের প্রমাণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশে বসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবুও ভারতীয় নাবিকদের উপরে মার্কিন হামলা নিয়ে মুখ খুলতে দ্বিধা করলেন না। মঙ্গলবার জি৭ নেতাদের বৈঠকে মার্কিন হামলায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির বন্ধুত্ব, হৃদ্যতার কথা সকলের জানা। তবে দেশের স্বার্থে সেই আমেরিকার সমালোচনাও করতে দু'বার ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। হরমুজ প্রণালীতে সঙ্কট এবং তার জেরে ভারতীয়দের প্রাণ খোয়ানো নিয়ে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। দাবি করেন জাহাজ চলাচলের রুটের সুরক্ষার। জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে যেটুকু কাজ এগিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। এই সংঘর্ষের কারণে আমাদের বন্ধু দেশগুলিতে নাগরিকদের মৃত্যু ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জটের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব পড়েছে।'' এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বহু ভারতীয় নাগরিকও প্রাণ হারিয়েছেন। নাবিকদের সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমুদ্রের রুট গুলি যেন সুরক্ষিত থাকে এবং নাবিকরা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে তাদের কাজ করতে পারেন।''

● এরপর ৬ পাতায়...

'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করা কেউ শান্তিতে বাড়িতে থাকবে না'

জাহাঙ্গির অনুগামীদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর! আমফান দুর্নীতি নিয়েও সরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ জুনঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার ঐতিহাসিক জয়ের পর, সেখানে এই প্রথম পা রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ফলতার ফতেপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত একটি বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। এই সভা থেকে আগামী দিনে ফলতা বিধানসভা নিয়ে তাঁর নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক ভাবনা ব্যক্ত করার পাশাপাশি, পরোক্ষে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর অনুগামীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি ফলতার দাপুটে নেতা জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে থানা থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে, এবং জওয়ানদের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচায় হামলাকারীরা। বুধবারের সভা থেকে

বুধবার সকালে বাগবাজার ঘাটে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে বৃক্ষরোপণ বা গাছ লাগানোর কাজ করেন। এরপর সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে সাধারণ সাফাই কর্মীদের মতোই ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। দেখা যায়, শুভেন্দু অধিকারী ও মন্ত্রী তাপস রায় অত্যন্ত সমন্বয়ের সঙ্গে একযোগে 'মায়ের ঘাট' ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছেন। ঘাট চত্বর সাফাই করার পর সংলগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করে দেবীর উদ্দেশ্যে পুজো ও আরতি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি জেলার এসপি-কে স্পষ্ট বলে গেলাম, ভিডিও ফুটেজে যাদের দেখা গেছে, তাদের কেউ যেন আজ থেকে নিজের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে না পারে।'' তাঁর সংযোজন, ''প্রত্যেককে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ধারায় কঠোর শিক্ষা দিতে হবে। যারা এই হামলা করেছে, আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্রকাশ্যে নিলামে চড়ানো হবে। এই কড়া পদক্ষেপ করে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে।'' ফলতার মাটিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন যে, এলাকায় এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে আর কোনও 'শাসকের আইন' বা গায়ের জোর খাটবে না, বরং সংবিধান ও আইনের শাসনই চলবে। ফলতার সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, এই এলাকায় গুন্ডামি, কাটমানির লুটপাট কিংবা জঙ্গিপনা আর কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে ফলতায় হওয়া একাধিক আর্থিক দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''গত আমফান ঘূর্ণিঝড়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি বাড়ির মেরামতের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল,

● এরপর ৬ পাতায়...

অবশেষে পুলিশের জালে সুশান্ত ঘোষ, পুরী থেকে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর

সংবাদ সংস্থা, পুরী, ১৭ জুনঃ তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার অবশেষে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুরী থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। সুশান্ত ঘোষ কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর। এদিন পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা পুরী থেকে সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। সুশান্ত ঘোষকে নিয়ে কলকাতা পুরসভার ১০ জন প্রাক্তন কাউন্সিলর গ্রেফতার হলেন। হকারদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায়ের অভিযোগে এই সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন একদল ব্যবসায়ী। অভিযোগকারীদের দাবি, বাজারে দোকান বরাদ্দ ও নির্মাণের নামে তাঁদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় অভিযোগ জমা দিয়েছেন একটি বাজারের হকার্স কমিটির অন্তত ১৩০ জন সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর আরও অন্তত সাতজন সহযোগী মিলে প্রায় তিন কোটি টাকা আদায় করেছেন। এরপরই কার্যত বেপাত্তা হয়ে গেছিলেন সুশান্ত ঘোষ। এলাকায় দেখা মিলছিল না, একাধিকবার ফোন করা হলেও পাওয়া যাচ্ছিল না। এর থেকেই অনেকে দুইয়ে দুইয়ে চার করার চেষ্টা করছিলেন। বলছিলেন, জোড়া এফআইআর-এর চাপে নাকি ফেরার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তাঁকে খুঁজে না পাওয়া গেলেও বেলদার ওড়িশা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁর গাড়ির চালককে। এবার খোদ প্রাক্তন কাউন্সিলরই পুলিশের জালে।

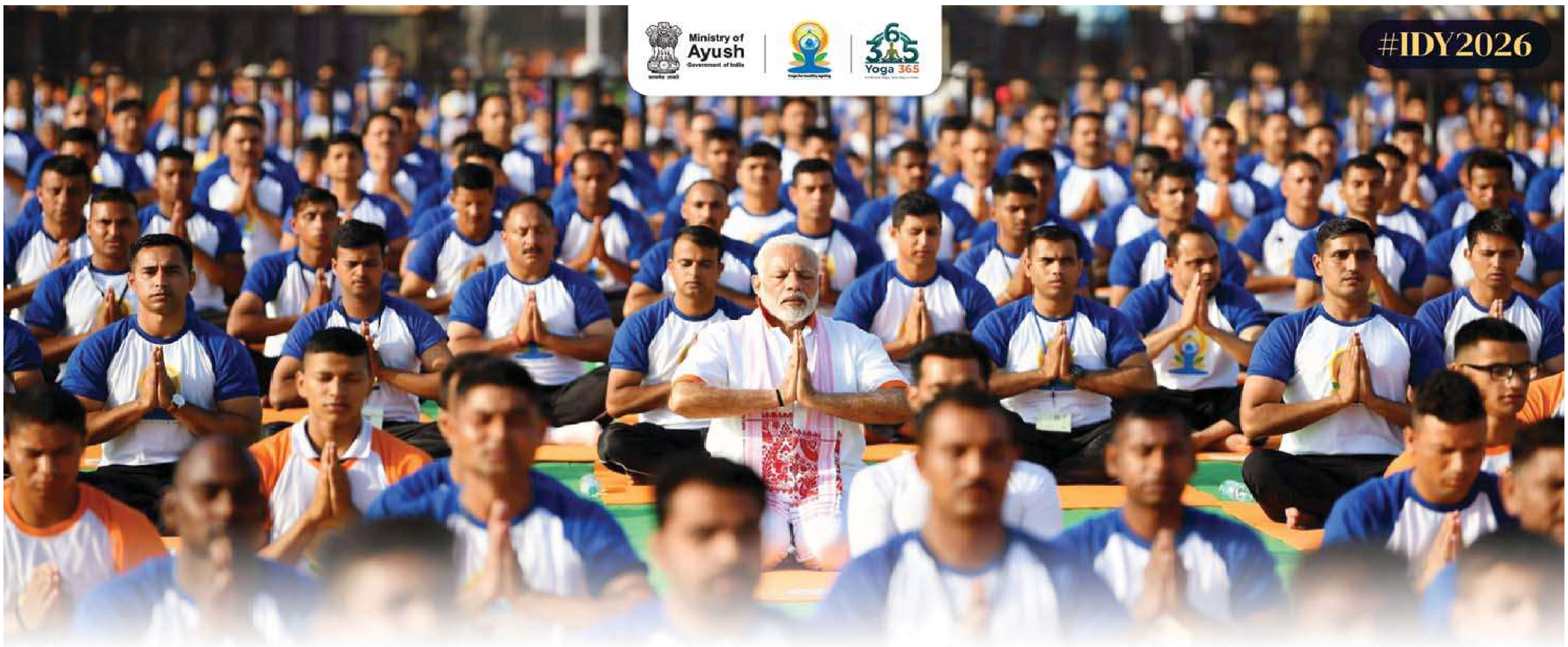

সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগা

১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ২১শে জুন ভোর ৫টা থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কলকাতা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে 'অন্তর্জাতিক যোগা দিবস ২০২৬' উদযাপন করুন। আপনার নিকটবর্তী কোনো স্থানে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দিন অথবা বাড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করুন এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার এই দেশব্যাপী উদযাপনের অংশ হয়ে উঠুন।

– প্রজন্মজুড়ে সুস্থতা উদযাপন –

moayush | ministryofayush | ministryofayushofficial

CBC 17201/13/0008/2627

বীর শিরোমণি মহারানা প্রতাপ জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার, জানালেন শুভেচ্ছা

জয়পুর, ১৭ জুন ঃ বীর শিরোমণি মহারানা প্রতাপ জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী আবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহারানা প্রতাপের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সেই সঙ্গে এই বিশেষ পুণ্য তিথিতে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।এই উপলক্ষে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বলেন, বীর শিরোমণি মহারানা প্রতাপ ছিলেন এক মহান যোদ্ধা, পরম স্বাভিমানী এবং স্বাধীনতা অনুরাগী। সত্য, ধর্ম এবং রাষ্ট্রহিতের পথে অবিচল থেকে তিনি মাতৃভূমির রক্ষা এবং আত্মগৌরবের জন্য নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন সাহস, ত্যাগ, স্বাভিমান এবং দেশভক্তির এক অনন্য ও অনুপম উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহারানা প্রতাপের আদর্শ এবং তাঁর জীবনসংগ্রাম আজও সমস্ত দেশবাসীকে দেশের স্বার্থে কাজ করতে এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। দেশের ও রাজ্যের প্রগতির স্বার্থে মহারানা প্রতাপের সেই মহান আদর্শকে নিজেদের জীবনে চলার পথে পাথেয় করার এবং দেশসেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

নতুন সরকার নতুন নিয়োগ - লালবাজারে নিয়োগ করা হলো নতুন দুই 'ট্র্যাকার ডগ'

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতাঃ লালবাজারকে আরো আধুনিক করে সাজাতে চলেছে নতুন সরকার। এবার আসলো দুটো নতুন কুকুর। খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে খুনি। কিন্তু খুনের ঘটনাস্থলে খুনি তার নিজের অজান্তেই রেখে গিয়েছে তার গায়ের গন্ধ। আর সেই গন্ধ শুঁকে খুনির নাগাল পাওয়াই ' ট্র্যাকার ডগ'-এর কাজ। আরও কিছুদিনের মধ্যে দু'টি খুনি ধরা গোয়েন্দা কুকুর বা ' ট্র্যাকার ডগ' পাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে প্রশিক্ষণ চলছে এই দুই গোয়েন্দা কুকুরের। এ ছাড়াও জুলাইয়ের মধ্যেই আরও চারটি 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' গোয়েন্দা কুকুর কলকাতায় এসে পৌঁছবে বলে আশা পুলিশের। এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের ' ডগ স্কোয়াড'-এ যে সদস্যরা রয়েছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ' বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ'। মূলত ভিআইপি ও ভিভিআইপিরা কোথাও যাওয়ার আগে সেখানে পাঠানো হয় ' বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' পুলিশ কুকুর। এ ছাড়াও কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গেলে পুলিশ সেখানে গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু খুন বা ডাকাতির মতো বড় অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে ' ট্র্যাকার ডগ'-এর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। খুনি বা অপরাধীরা ঘটনাস্থলে নিজেদের ব্যবহার করা কোনও জিনিস ফেলে রাখলে সেগুলি শোঁকানো হয় গোয়েন্দা কুকুরদের। এ ছাড়াও ঘর বা ঘটনাস্থলে খুনি বা অপরাধীর গন্ধ থাকলে তা শুঁকে সে কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করে পুলিশ কুকুর। সেই 'রুট' ধরেই পুলিশ এগিয়ে গিয়ে অপরাধী ধরার চেষ্টা করে। কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডে কর্মরত দু'টি কুকুর রয়েছে, যারা খুনি বা অপরাধীদের সন্ধান চালায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় তৃণমূলের বিক্ষোভ, রাজপথে নামলেন মমতা নিজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুনঃ বিকল্প রুজি এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরাসরি কলকাতার রাজপথে নামল তৃণমূল। 'বিজেপির বুলডোজার ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও,' 'বিজেপির বুলডোজার মানছি না, মানব না' বা 'গরীবের উপর বুলডোজারের অত্যাচার বন্ধ করা হোক' - এমনই স্লোগান উঠল তৃণমূলের মিছিল থেকে। বিক্ষোভে যাঁরা হাঁটছিলেন তাঁদের গলায় ছিল প্ল্যাকার্ড, লেখা, 'আমি খেটে খাওয়া হকার, বিজেপির আমলে এখন উচ্ছেদ হওয়া বেকার।' বুধবার কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় ঘাসফুল শিবির। আর হকারদের রুজি-রোজগারের অধিকার রক্ষার এই আন্দোলনে ফ্রন্টফুটে থেকে সশরীরে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ পথ সমর্থকদের হাত ধরে হাঁটতে দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে, পথ চলতে চলতে কিছু নির্দেশও দেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুরসভা ও প্রশাসনের তরফ থেকে যে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, তা নিয়ে ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই এবার সরাসরি আন্দোলনের ময়দানে নামল তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের এই কর্মসূচিতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, মদন মিত্রের মতো দলের একাধিক প্রথম সারির হেভিওয়েট নেতা ও সংগঠক। তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, ফুটপাত এবং রাস্তার ধারে ছোটখাটো ব্যবসা বা পসরা সাজিয়ে বসে কলকাতা তথা রাজ্যের হাজার হাজার পরিবার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। এটা শুধু কয়েকজন মানুষের ব্যবসার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লক্ষাধিক মানুষের অন্নসংস্থান। ফলে যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা না করে যদি এভাবে আচমকা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়, তবে সেইসব দরিদ্র পরিবারগুলোর রুজি-রোজগার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই কারণেই এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে দল। বুধবারের এই ধর্মতলার এই বিশাল সমাবেশকে সফল করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে কলকাতার বিভিন্ন হকার সংগঠনগুলিও। রাজনীতির রঙ ভুলে হাজার হাজার হকার এদিন ধর্মতলার সভাস্থলে ভিড় জমান। তৃণমূলের বক্তব্য, এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র কোনও সস্তা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি আসলে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, জীবিকার নিরাপত্তা, মানবিক অধিকার এবং সম্মানজনক পুনর্বাসনের দাবিতে গড়ে ওঠা এক বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। ধর্মতলার এই জমায়েত থেকে একদিকে যেমন পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তেমনই হকারদের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিও জোরালো হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে সরাসরি পথে নেমে আন্দোলনের কৌশল নিচ্ছে তৃণমূল। হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গেও সেই একই রাজনৈতিক বার্তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ, শহরাঞ্চলে হকারদের একটি বড় ভোটভিত্তি রয়েছে এবং তাদের পাশে থাকার বার্তা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। এর আগেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ ছিল, মানুষকে নিজের কথা বলতে না দিয়ে, আইনি সুযোগ না দিয়ে স্বৈরাচারী কায়দায় সব গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বেআইনি বা সামান্য ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের ক্ষেত্রে আইনের নিয়ম মেনেই জরিমানা বা পেনাল্টি দেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু বর্তমান শাসকদল সেই সব নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার প্রতিবাদেই পথে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে নির্মলার সঙ্গে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী স্বপন

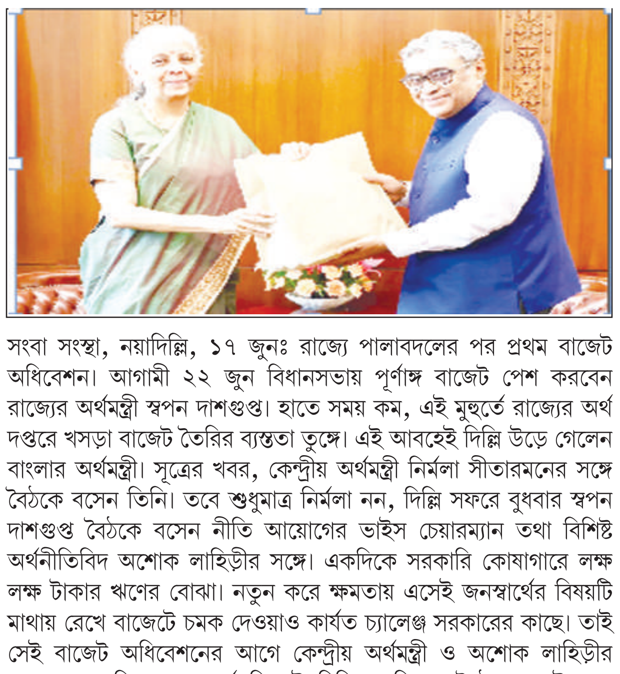

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুনঃ রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম বাজেট অধিবেশন। আগামী ২২ জুন বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। হাতে সময় কম, এই মুহূর্তে রাজ্যের অর্থ দপ্তরে খসড়া বাজেট তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। এই আবহেই দিল্লি উড়ে গেলেন বাংলার অর্থমন্ত্রী। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। তবে শুধুমাত্র নির্মলা নন, দিল্লি সফরে বুধবার স্বপন দাশগুপ্ত বৈঠকে বসেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ীর সঙ্গে। একদিকে সরকারি কোষাগারে লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা। নতুন করে ক্ষমতায় এসেই জনস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে বাজেটে চমক দেওয়াও কার্যত চ্যালেঞ্জ সরকারের কাছে। তাই সেই বাজেট অধিবেশনের আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও অশোক লাহিড়ীর কাছ থেকে বিশেষ পরামর্শ নিতেই দিল্লিতে বিশেষ বৈঠক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দিল্লির জোড়া বৈঠকে বাজেটের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা খোলসা না করলেও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, ''বাংলায় দুর্বল রাজনীতি না করে শক্তিশালী করে তুলতে হবে অর্থনীতিকে। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, শিল্পের প্রসার করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে যৌথভাবেই নজরজদারি করতে হবে।'' প্রসঙ্গত, রাজ্যে ক্ষমতার আসার পর পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করেছিলেন, এবারের বাজেটে বিশেষ চমক থাকবে। এদিকে বুধবার ফলতার জনকল্যাণ কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ফের বলেন, ''২২ তারিখ বাজেট আছে।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষের জন্য দিনটা ইতিবাচক শক্তিতে ভরা থাকবে। আপনি আপনার পরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ক গুলোতে মিষ্টতা নিয়ে আসবে।

বৃষঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

মিথুনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগে ভরা থাকতে পারে। আজ আপনি যেই কাজেই হাত দেবেন, সেখানেই সাফল্যের অনুকূল ইঙ্গিত পাবেন। শুভদিন।

কর্কট রাশি ঃআজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহঃ আজকের দিনটা সিংহ রাশির জন্য অনেক উৎসাহে ভরা থাকবে। এই সময়ে আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস একদম চূড়ায় থাকবে, যার জন্য আপনি যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারবেন।

কন্যাঃপ্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। যদিও আপনার আঙ্গুল গলে টাকা বেরিয়ে যাবে-তাহলেও আপনার সৌভাগ্যশালী নক্ষত্রগুলি টাকার প্রবাহ বজায় রাখবে। পুরোনো যোগাযোগ এবং বন্ধুরা সহায়ক হবে

তুলাঃ আজকের দিনটা ভারসাম্য আর শান্তির। সম্পর্কগুলোর মধ্যে ইতিবাচকতা বাড়বে, আর প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলা আনন্দদায়ক হবে। শুভদিন হবে।

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটা নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগে ভরা থাকবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আর সচেতনতা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। দূর থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আসতে পারে, যা আপনার কাজের দিক বদলে দিতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার আইডিয়া গুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন এবং এটা আপনার কাজে নতুন এনার্জি আনবে।।

মকরঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক হবে। আপনার কাছের সম্পর্কগুলো আরও ভাল হবে এবং আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে আনন্দ পাবেন।।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা মিশ্র হবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আর সোশ্যাল কথাবার্তা বাড়বে। আজ আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, তাই আপনার মনের ভাব খোলামেলা ভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করুন। ।

মীনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে আসবে। আপনার ভিতরে একটা পজিটিভ এনার্জি থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে মোটিভেট করবে।

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির প্রয়াসকে স্বাগত প্রধানমন্ত্রীর, শুক্রবারই সুইজারল্যান্ডে শুরু আলোচনা

এভিয়ান ও নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির লক্ষ্যে গৃহীত প্রয়াসকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রান্সের এভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি-৭ শিখর সম্মেলনে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা সভায় তিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রচেষ্টায় যে অগ্রগতি হয়েছে, ভারত তা স্বাগত জানাচ্ছে। এই সংঘাতের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের বন্ধু দেশগুলির ক্ষতি হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সব দেশকে সংযুক্তকারী নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন সমুদ্রপথ নিরাপদ থাকে এবং নাবিকরা নির্ভয়ে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।এদিকে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্তির লক্ষ্যে আগামী শুক্রবার থেকে সুইজারল্যান্ডে শুরু হতে চলেছে আলোচনা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, অতি শীঘ্রই শান্তি চুক্তির শর্ত বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। তবে, এই শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধাও রয়েছে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে বারবার সরব হয়েছে আমেরিকা। তেহরান অবশ্য নিজেদের পরমাণু কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ বলে দাবি করেছে। এছা।ও ইজরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘাতও এই শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য আরেকটি প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

জিটিএ চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা অনীত থাপার

দার্জিলিং, ১৭ জুন ঃ পাহাড়ের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়। মঙ্গলবার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র দুর্নীতির ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার মাত্র ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই বুধবার জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি জিটিএ-র সভাসদের পদও ছেড়ে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহা।রে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।বুধবার অনীত থাপা সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্টে নিজের ইস্তফার কথা জানান। পাশাপাশি দুর্নীতির যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার তদন্তের দাবিকেও স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং জনগণ এই সরকারকে মেনে নিয়েছে। জিটিএ নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে এবং সবাই তদন্ত চাইছে, তিনি নিজেও তদন্তের পক্ষে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পাহাড়ে গিয়ে ' জনক্যাণ শিবিরে' যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কার্শিয়াংয়ের প্রশাসনিক বৈঠক করার পাশাপাশি সভাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকে ফের জিটিএ দুর্নীতি নিয়ে সরব হন তিনি।

'বিদ্রোহী'দের হুঁশিয়ারি সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে আবারও উত্তাল। শিবসেনা (ইউবিটি)-র বেশ কয়েকজন সাংসদের দলত্যাগের জল্পনার মধ্যে, দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত 'বিদ্রোহী' সাংসদদের তীব্র নিশানা করেছেন। বুধবার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, কেউ যদি দল ছাড়তে চান, প্রথমে তাঁর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া দরকার, তারপরে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।দিল্লিতে বুধবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত অভিযোগ করেন, দলের কিছু সাংসদকে দলবদলের জন্য ১৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, এই সাংসদদের পরে চার্টার্ড বিমানে করে বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তিনি তাঁর এইসব অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ পেশ করেননি। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় শিবসেনা (ইউবিটি)-র সংসদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাউত জানান, দলের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবারের বৈঠকের জন্য হুইপ জারি করা হয়েছে। সব সাংসদকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি জানান, দলের সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ন্ত এই পুরো বিষয়টি নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন। 'বিদ্রোহী'দের নিশানা করে তিনি বলেন, দলের সঙ্গে যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে না।উল্লেখ্য, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি)-র লোকসভার ৯ জন সাংসদের মধ্যে ৬-৭ জন সাংসদ 'বিদ্রোহী' হতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, এই সাংসদরা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন। এর পাশাপাশি লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে আলাদা গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করারও আলোচনা চলছে বলে খবর। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সাংসদই প্রকাশ্যে দল ছাড়ার ঘোষণা করেননি।

রেকর্ড উচ্চতায় প্রতিরক্ষা উৎপাদন, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন ঃভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার এক্স মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রতি বছর নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের বার্ষিক প্রতিরক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ সর্বকালের সর্বোচ্চ ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।রাজনাথ সিং আরও জানান, এই মাইলফলক পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকার উৎপাদনের তুলনায় ১৫.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষের (যখন এই পরিমাণ ছিল ৮৪,৬৪৩ কোটি টাকা) তুলনায় ১১০ শতাংশ বিশাল বৃদ্ধির প্রতিফলন। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে দেশীয় প্রতিরক্ষা উপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৩,৭৪৬ কোটি টাকা সেই তুলনায় বর্তমানে তা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।রাজনাথ সিং আশা প্রকাশ করেন, ধারাবাহিক নীতিগত সম্মতি, একাধিক নতুন উদ্যোগ, বেসরকারি সেক্টরের বর্ধিত অংশগ্রহণ এবং ক্রমবর্ধমান রফতানি সক্ষমতার ফলে আগামী দিনগুলোতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন সেক্টরের এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমতি আর দেশ ছেড়ে পালতে পারবে না

কলকাতা,১৬জুনঃকোথায় সুমিত রায়? হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে CID। এখন পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও অচিরেই যে অভিষেক ঘনিষ্ঠ সুমিত ধরা পড়বে, তা জানিয়ে দিলো CID। এ বার সুমিতের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করল রাজ্যের গোয়েন্দা দফতর সিআইডি। দেশের যে কোনও বন্দর থেকে পালানোর চেষ্টা করলে আটক হবেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক। গত কয়েকদিন ধরেই অভিষেকের আপ্ত সহায়কের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এমনকি, গত শনিবার সুমিতের খোঁজে কলকাতায় অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার পুলিশ। অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তবে তাঁকে পাওয়া যায়নি। হুগলির শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়িতেও নেই সুমিত। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, কোথায় গেলেন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক। এরপর গত মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুমিতের বিরুদ্ধে আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানায়। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। আবার গতকালই হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানান সুমিত। সশরীরে আদালতে আসেননি তিনি। চলতি সপ্তাহেই তাঁর আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের মামলায় সিআইডি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে অভিবাসন দফতরের দ্বারস্থ হয়। সুমিতের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারির আবেদন করে। সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ফলে সুমিতের পক্ষে দেশ ছেড়ে পালানো কার্যত অসম্ভব। কোনও বন্দর দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেই আটক করা হবে তাঁকে।

গাড়িতে ওঠার আগে বললেন, 'আমি তো জানিই না কেন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুনঃ সাতসকালে খাস কলকাতায় পুলিশি অভিযান। ফুলবাগানের নিজের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হল প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটার হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহকে। উত্তরবঙ্গ থেকে এসে কোচবিহার জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল এই হেভিওয়েট নেতাকে পাকড়াও করেছে। গ্রেফতারির পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ফুলবাগান থানায়। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার পুরনো একটি মামলার জট খুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের একটি বড় অংশের দাবি, মূলত ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলাতেই গ্রেফতারির খাঁড়া নেমে এসেছে দিনহাটার এই প্রাক্তন বিধায়কের ওপর। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর কোচবিহারের একাধিক এলাকায় যে রাজনৈতিক অশান্তি ছড়িয়েছিল, তাতে উদয়নের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল বলে অভিযোগ। শুধু রাজনৈতিক হিংসাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি এবং কাটমানি নেওয়ার মতো বেশ কিছু মারাত্মক অভিযোগও জমা পড়েছিল পুলিশের খাতায়। যদিও, গ্রেফতারির পর ফুলবাগান থানা থেকেই পাল্টা সুর চড়িয়েছেন এই প্রাক্তন মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, উদয়ন গুহ দাবি করেছেন, যে মামলায় তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, সেই মামলায় তাঁর আগাম জামিন নেওয়া রয়েছে। ফলে এই গ্রেফতারি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই তাঁর দাবি। উল্লেখ্য, গত ৪ মে দিনহাটা বিধানসভার ফলপ্রকাশের পর থেকেই উদয়ন গুহর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীর কাছে পরাস্ত হওয়ার পর থেকেই কার্যত 'নিখোঁজ' হয়ে যান তিনি। উত্তরবঙ্গ ছেড়ে সটান চলে আসেন কলকাতায়। গত কয়েকদিন ধরে তিনি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, দেখা যায়নি কোনও প্রকাশ্য কর্মসূচিতেও। উদয়নের এই পরিণতি নিয়ে স্বভাবতই চাঁচাছোলা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় সুর চড়িয়ে বলেন, ''উদয়নের বিরুদ্ধে অপরাধের তালিকা লম্বা।'' বিজেপি কর্মী রতন বর্মণকে খুন করা থেকে শুরু করে আবাসের কাটমানি, সব কিছুতেই উদয়ন জড়িত বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, এই গ্রেফতারি অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। হারের ভয়েই দিনহাটা থেকে কলকাতায় পালিয়ে লুকিয়ে ছিলেন উনি। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা ছাড়াও একাধিক প্রতারণার মামলায় নাম জড়িয়েছে

গড়িয়ার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের কিশোর কল্যাণ সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে আজকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমএলএ পাপিয়া অধিকারী কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত উত্তরণ বিভাগের সন্দীপ সাহা, কলকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ সঞ্জীব ঘোষ,অভিজিৎ মজুমদার,সিয়ান নির্মল সাহা এছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। **চিত্র--শুভ ঘোষ**।

আবহাওয়া

রাজ্যে বর্ষা পা রাখলেও দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের গুমোট গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থেকে এখনই পুরোপুরি মুক্তির সম্ভাবনা নেই। সকাল থেকেই চড়চড় করে বাড়ছে পারদ, আর বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে দিনভর বজায় থাকছে গলদঘর্ম পরিস্থিতি। তবে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে সপ্তাহের শেষেই।আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২০ জুন থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় কিছুটা বদল আসতে পারে। ওই দিন থেকে বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এখনই কোনও ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছেন না আবহাওয়া বিদেরা।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ২০ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ এলাকাতেই মূলত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। সঙ্গে কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া বা বজ্রপাতের আশঙ্কাও থাকছে। এই বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নামবে, যা গত কয়েকদিনের ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি থেকে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে সাময়িক স্বস্তি দেবে। তবে আগামী দু-তিন দিন এই অস্বস্তিকর ও গুমোট আবহাওয়া জারি থাকবে বলেই পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

নিটের আগে রাহুলের কোটা মহাসমাবেশ নিয়ে বিজেপির কটাক্ষ, 'পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি'

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুন ঃ রাজস্থানের কোটা শহরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আয়োজিত ' ছাত্র কি গুঞ্জ' মহাসমাবেশকে ঘিরে বিজেপি-কংগ্রেস তরজা তুঙ্গে উঠেছে। নিট পরীক্ষার মাত্র তিন দিন আগে এই কর্মসূচির আয়োজন করে কংগ্রেস পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।বুধবার দলের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ডঃ সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, নিট পুনঃপরীক্ষা আর মাত্র কয়েক দিন দূরে। এই সময় দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সরকারও সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীর এই কর্মসূচি পড়ুয়াদের একাগ্রতা নষ্ট করতে পারে।ত্রিবেদীর কথায়, পরীক্ষার আগে শেষ ৭২ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় পরীক্ষার্থীরা মানসিকভাবে স্থির থেকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে চায়। কিন্তু কংগ্রেসের এই কর্মসূচি পড়ুয়াদের মধ্যে অযথা উদ্বেগ ও মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে।রাহুল গান্ধীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বিজেপি মুখপাত্র বলেন, তিনি ছাত্রজীবনে ব্যর্থ, কর্মজীবনে ব্যর্থ, ব্যবসায় ব্যর্থ এবং রাজনীতিতেও ব্যর্থ। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা দায়িত্বশীল আচরণের বদলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন।বিজেপির প্রশ্ন, নিট পুনঃ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত যখন ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে এবং আদালতও বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে, তখন কংগ্রেসের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী?রাজস্থানকে আন্দোলনের সূচনাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন তোলে বিজেপি। ত্রিবেদীর দাবি, কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজস্থানে ১৯টি প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল, অথচ কোনও ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি সরকারের আমলে গত আড়াই বছরে একটি প্রশ্নফাঁসের ঘটনাও ঘটেনি।এছাড়া বিজেপির অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর কর্মসূচিতে ভিড় বাড়াতে ছাত্রাবাস, পিজি এবং গেস্ট হাউসের মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পরীক্ষার ঠিক আগে এমন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপি মুখপাত্র।কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ' টুলকিট রাজনীতি'র অভিযোগ তুলে ত্রিবেদী বলেন, পুনঃ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে এবং বিষয়টি আদালতের বিবেচনাধীন। সে ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের লক্ষ্য কী, তার জবাব কংগ্রেসকেই দিতে হবে।

চিত্তরঞ্জন দাসের প্রয়াণ দিবসে প্রকাশিত হলো ড. জয়ন্ত চৌধুরীর বই দেশবন্ধুর সুভাষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের ১০১-তম দিবসে দক্ষিণ কলকাতার চেতলার হিন্দ সংঘে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হলো নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ দেশবন্ধুর সুভাষ। দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রের সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের এবং তাঁদের সম্পর্কের নানা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের শুরুতে 'বন্দে মাতরম' সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। স্বাগত ভাষণে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রণব গুহ বলেন, দেশবন্ধু, নেতাজি ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবার আদর্শ সবার পাথেয় হয়ে উঠুক। বইটির লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, জাতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রই প্রথম বাংলাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। ইতিহাসের স্বার্থেই আজ তাঁদের দেশপ্রেম ও সেবা ব্রতের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দুটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান-'দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি' এবং 'দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম'-এর বর্তমান অবৈতনিক সম্পাদক যথাক্রমে সন্দীপ দত্ত ও দেশবন্ধুর রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শ্রদ্ধা জানান পার্থসারথি নাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দীপ

শুভেন্দু মৌলিক দেশবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং প্রতিষ্ঠান দুটির সংগ্রামী ঐতিহ্য সভায় তুলে ধরেন। ব্যারিস্টার থেকে ফকির শীর্ষক এক আলোচনা সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোকপাত করে বিশেষ বক্তৃতা দেন গবেষক শুভাশিস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন গোপাল দাস এবং প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল, দীপাংশু মণ্ডল, গবেষক ড. দীপক বরপণ্ডা এবং ক্রীড়া প্রশাসক অসিত বরণ ব্যানার্জি। স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহু ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফল হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রিয়ম গুহ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রিয়াঙ্কা কারাতি।

বারুইপুরে তৃনমূল নেতার গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারী ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করলো প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর ঃ বারুইপুর মহকুমা শাসককের নির্দেশ মেনে বুধবার বিকালে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বারুইপুরের একটি নার্সিংহোমের নিচের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারী মজুত ত্রাণ উদ্ধার করলো পুলিশ ও প্রশাসন। অভিযোগ,প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও বিধায়কের বিরুদ্ধে। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ফুলতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক তৃণমুল নেতার মা শিবানী নার্সিংহোমের নিচের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে বারুইপুর ও জয়নগর এক নং বিডিও-র প্রতিনিধি। সঙ্গে ছিলো বারুইপুর ও জয়নগর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। অভিযোগ, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকার ফুলতলা ও রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান,পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসু ন্দর চক্রবর্তী এবং বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদারের মদতে এই সরকারি ত্রাণ মজুত করা হয়েছিল। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, ত্রাণের নাইটি, জামাকাপড়, ত্রিপল, বাসনপত্র সবকিছু বস্তাবন্দি করে গোডাউনে রেখে দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রীর মধ্যে ছিলো নাইটি, জামাকাপড়, ত্রিপল,বাসনপত্র সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী। এলাকার মানুষেরা জানান,কার নির্দেশে

জনসাধারণকে না দিয়ে তা আত্মসাং করা হয়েছিলো। এদিন ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ফুলতলায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এদিন ব্লক প্রশাসনের তরফে উদ্ধার হওয়া সরকারি ত্রাণ মজুত করা হয়েছিল। এদিন উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রী জয়নগর এক নং ব্লক প্রশাসনের হেফাজতে রাখা হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে জয়নগর থানা ও জয়নগর এক নং ব্লক প্রশাসন।

সুচিকিৎসা স্বাস্থ্য পত্রিকা

অকল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

CIN--L36934WB1977PLCO31184

পোস্ট অফিস ঃ জগতদল, জেলাঃ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১২৫
ফোন ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২৫৮১-২৭৫৭ / ২৫৮১-৩৭৯৫
ইমেলঃ ail@aucklandjute.com ওয়েবসাইটঃwww.aucklandjute.com

ভিডিও কনফারেন্সিং অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৪৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার।

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩' (Companies Act, 2013) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫' (SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)-এর বিধানাবলি 'মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স' (MCA)-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯২০২৪ 'সেবি' (SEBI)-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBIHOCFDCFDPoD-2PCIR2024133 (সেবি বিজ্ঞপ্তি) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনার (যার মধ্যে বর্তমানে বলব যেকোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধান অন্তর্ভুক্ত) সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'অকল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' (কোম্পানি)-এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ৪৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে এবং এতে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না। সভার স্থান হিসেবে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসকে গণ্য করা হবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিঃ
প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ৪৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন (যার মধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণী, বোর্ডের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র অন্তর্ভুক্ত) ১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তিগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের কাছে ৪৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা শিথিল করা হয়েছে। কোম্পানির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (http://www.aucklandjute.com/), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (https://www.cse-india.com/) এবং এনএসডিএল (NSDL)-এর ওয়েবসাইটেও (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ্য, এনএসডিএল হলো দূরবর্তী ই-ভোটিং (Remote e-Voting) সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা।ভিসি (VC) ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণঃ
শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র ভিসি (VC) / ওএভিএম (OAVM) সুবিধার মাধ্যমেই এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর কাছ থেকে এই সুবিধাটি গ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম (quorum) গণনার ক্ষেত্রে ভিসি ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারদেরও গণ্য করা হবে।

এজিএম (AGM)-এর সময় এবং তার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং (remote e-voting)-এর নির্দেশাবলী ঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সংশোধিত)-এর রেগুলেশন ৪৪ সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড নং ২ এবং প্রযোজ্য সার্কুলারগুলোর বিধান অনুযায়ী-কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদানের জন্য 'রিমোট ই-ভোটিং' বা 'ই-ভোটিং'-এর সুবিধা প্রদান করছে। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-কে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হবে।০৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখের 'কাট-অফ ডেট' (cut-off date)-এ ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতিতেই শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যার নাম উক্ত কাট-অফ ডেট-এ (অর্থা ০৩ জুলাই, ২০২৬) সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনারদের (beneficial owners) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল ০৭ জুলাই, ২০২৬ (মঙ্গলবার) সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ০৯ জুলাই, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিকেল ৫.০০টার পর আর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে না এরপর ভোটদানের জন্য NSDL কর্তৃক মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য সদস্যদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। NSDL-এর ই-ভোটিং পোর্টাল www.evoting.nsdl.com-এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর সাহায্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) যোগ দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। বিস্তারিত তথ্য এবং সভার সময় লগ-ইন করার পদ্ধতি জানার জন্য সদস্যদের ৪৮তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তিটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।শেয়ারহোল্ডার কোনো প্রস্তাবের (resolution) ওপর ভোট দেওয়ার পর তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যদি কোনো ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু 'কাট-অফ তারিখ' অর্থা ৩রা জুলাই, ২০২৬-এর মধ্যে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন, তবে তিনি তাঁর ডিমেট অ্যাকাউন্ট নম্বরফোলিও নম্বর, প্যান (PAN), নাম এবং নিবন্ধিত ঠিকানা উল্লেখ করে evotingnsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এই সদস্যরা ৪৮তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানির নির্দেশিত পদ্ধতি ও ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ভোট দিতে পারবেন। তবে, যেসব সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এ নিবন্ধিত আছেন, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা AGM চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। AGM চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য আগে ভোট দেননি, তাঁরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা AGM-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ই-মেইল আইডি নিবন্ধন বা আপডেট করার পদ্ধতিঃ
যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাঁদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাঁরা তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন। এর জন্য তাঁদের নাম, ফোলিও নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান করা কপি ও ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ কোনো নথি (যেমন-ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট , আধার কার্ড) সহ একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি ailaucklandjute.com এবংঅথবা nichetechplnichetechpl.com-এ ই-মেইল করতে হবে। যেসব সদস্য ডিমেট ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) মাধ্যমে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।

বুক ক্লোজার (Book Closure)ঃ
বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বইসমূহ ৪ঠা জুলাই, ২০২৬ (শনিবার) থেকে ১০ই জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং ভোট প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে নেন।
যোগাযোগের বিবরণঃ
কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' (যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে) দেখে নিতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন কিংবা evotingnsdl.co.in-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রে-র (Ms. Pallavi Mhatre) কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

অকল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর
পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর-এস. ঘোষ
কোম্পানি সচিব

তারিখঃ ১৭.০৬.২০২৬
স্থান ঃকলকাতা

'এন্ড-টু-এন্ড' স্টুডেন্ট মোবিলিটি বিষয়ক লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করছে ক্রিজ্যাক

কলকাতা, ১৬ জুনঃ ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি-চালিত আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট মবিলিটি প্ল্যাটফর্ম ' লিমিটেড' আজ 'এডুসেন্ট কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড'-এ কৌশলগত বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে। এডুসেন্ট কনসালটেন্সি হলো 'ফরেনঅ্যাডমিটস' এর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এটি একটি এআই নির্ভর প্ল্যাটফর্ম যা এ পর্যন্ত ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে সেবা প্রদান করেছে এবং ১,৫০০ কোটি টাকারও বেশি শিক্ষা ঋণ পেতে সহায়তা করেছে। 'কম্পালসোরিলি কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার' এবং 'কম্পালসোরিলি কনভার্টিবল প্রেফারেন্স শেয়ার' এর মাধ্যমে সম্পন্ন এই বিনিয়োগটি প্রযুক্তি-চালিত ও ফুল স্ট্যাক স্টুডেন্ট মবিলিটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ক্রিজ্যাকের ক্রমবিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি এআই-চালিত অর্থায়ন এবং ভিসা সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে, যা শিক্ষার্থীদের যাত্রাপথের প্রতিটি ধাপে সহায়তা করবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্রিজ্যাক বিদেশে পড়াশোনার যাত্রাপথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোতে-যেমন গন্তব্য নির্বাচন, অর্থায়নের ব্যবস্থা করা এবং ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা-শিক্ষার্থী ও কাউন্সেলিং পার্টনারদের সহায়তা করার সক্ষমতা আরও জোরদার করল। এই প্রতিটি ধাপেই এআই-চালিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যা দ্রুততা, নির্ভুলতা ও ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। ফরেনঅ্যাডমিটস তার বর্তমান ব্র্যান্ড ও ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এর ফলে তাদের প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি-অর্থা সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সংস্কৃতি-অব্যাহত থাকবে। মোবিলিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুল স্ট্যাক ও এআই-চালিত শিক্ষার্থী অবকাঠামো ক্রিজাক ধারাবাহিকভাবে এমন প্রযুক্তি ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে আসছে যা তাদের আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট মবিলিটি ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রেখেছে এর মাধ্যমে তারা যুক্তরাজ্য, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ৪০০ ও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাউন্সেলিং পার্টনারদের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে। 'ফরেনঅ্যাডমিটস' বিনিয়োগ এই যাত্রার পরবর্তী বড় পদক্ষেপঃ এর ফলে প্ল্যাটফর্মটিতে অর্থায়ন ও ভিসা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এআই পাওয়ার্ড ও সরাসরি শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানের সুবিধা যুক্ত হচ্ছে এবং পরামর্শদানকারী অংশীদারদের শিক্ষার্থীদের আরও পূর্ণাঙ্গভাবে সেবা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও টুলস পাচ্ছেন। ফরেনঅ্যাডমিটস' এই যৌথ প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব ও পুরস্কারজয়ী টেকনোলজি স্ট্যাক নিয়ে আসছেঃ যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারতের প্রথম 'প্রি-অ্যাডমিশন লোন এলিজিবিলিটি ইঞ্জিন' (ভর্তির আগেই ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা)। ১৭টিরও বেশি ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এটি ৮০,০০০-এরও বেশি মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা আবেদনের আগেই তাদের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায়। ভিসামকঃ চালিত একটি ভিসা ইন্টারভিউ সিমুলেশন টুল, যা বিশ্বজুড়ে ৩,০০০ -এর বেশি শিক্ষার্থীর আস্থা অর্জন করেছে এবং 'স্টুডেন্ট রিক্রুটমেন্ট'-এর ক্ষেত্রে 'ইনোভেশন অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে ' পাইওনিয়ার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ (The PIEoneer Awards 2025) জয় করেছে। বাজারের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে, শিক্ষার্থী ও কাউন্সেলিং পার্টনারদের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে থাকাই আমাদের দায়িত্ব। ' অর্থায়ন ও ভিসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত সক্ষমতা নিয়ে এসেছে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সাথে এর সমন্বয় ঘটে উঠেছে একটি সত্যিকারের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম, যা এই শিল্পখাতের সেবার ক্ষেত্রে নতুন এক মানদণ্ড স্থাপন করেছে। - ড. বিকাশ আগরওয়াল, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্রিজ্যাক লিমিটেড নিখিল জেন চিফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার হিসেবে ক্রিজাক এ যোগ দেবেন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, 'ফরেনঅ্যাডমিটস' - এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও নিখিল জৈন ' শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের দলে ' প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার' হিসেবে যোগ দেবেন। আইআইটি (বিএইচইউ) বারাণসী থেকে স্নাতক, স্ট্যানফোর্ড ' স্পার্ক' প্রোগ্রামের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং আইআইটি বোম্বে-মনাশ রিসার্চ একাডেমির প্রাক্তন ডক্টরাল গবেষক নিখিল জৈন গবেষণা-ভিত্তিক গভীরতা এবং বৃহ পরিসরে পণ্য বাস্তবায়নের দক্ষতার এক অনন্য সমন্বয় নিয়ে আসছেন। তিনি যৌথ প্ল্যাটফর্মটির পণ্য-সংক্রান্ত কৌশল এবং কনজিউমার ব্র্যান্ডের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। যোগ্য শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের প্রাপ্য শিক্ষা অর্জনের পথে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, সেই লক্ষ্যেই আমরা 'ফরেনঅ্যাডমিটস' গড়ে তুলেছিলাম। 'ফরেনঅ্যাডমিটস -এর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সেই লক্ষ্য এখন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, বিশ্বব্যাপী বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং কাউন্সেলিং পার্টনার নেটওয়ার্কের সহায়তা পেল যার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারব। এটি কোনো প্রস্থান নয়, বরং আমাদের কার্যক্রমের গতি ও পরিধি বৃদ্ধির একটি নতুন ধাপ।

ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ১৭ জুন ঃ আসন্ন বর্ষার মরসুমের আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নদী বাঁধ তৈরি এবং সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ৬ কোটি টাকার কাজের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে মাটিগাড়ায় প্রমোদনগরে বালাসন নদীতে ভাঙন রোধে সাড়ে ছয়শো মিটার নদী বাঁধের কাজের জন্য এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা, আলিপুরদুয়ারের নিমতিঝোড়ায় কালজানি নদীর সাড়ে চারশো মিটার অংশের বাঁধ সংস্কারে ৯২ লক্ষ টাকার কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ময়নাগুড়ির বার্নিশ থেকে জলপাইগুড়ির মণ্ডল ঘাট পর্যন্ত তিস্তা নদীর দশ কিলোমিটার এলাকায় ড্রেজিং এর জন্যও ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বর্ষা পা রাখলেও দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের গুমোট গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থেকে এখনই পুরোপুরি মুক্তির সম্ভাবনা নেই। সকাল থেকেই চড়চড় করে বাড়ছে পারদ, আর বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে দিনভর বজায় থাকছে গলদঘর্ম পরিস্থিতি। তবে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে সপ্তাহের শেষেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২০ জুন থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় কিছুটা বদল আসতে পারে। ওই দিন থেকে বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এখনই কোনও ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছেন না আবহাওয়াবিদেরা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ২০ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ এলাকাতেই মূলত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। সঙ্গে কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া বা বজ্রপাতের আশঙ্কাও থাকছে। এই বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নামবে, যা গত কয়েকদিনের ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি থেকে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে সাময়িক স্বস্তি দেবে। তবে আগামী দু-তিন দিন এই অস্বস্তিকর ও গুমোট আবহাওয়া জারি থাকবে বলেই পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

আবার বাঘের কামড়ে মৃত এক মৎস্যজীবি সুন্দরবনে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি, ১৭ জুন ঃ আবার বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ঘটলো সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবির। কুলতলির মৈপিঠ ভূবেনেশ্বরীর পয়লাঘেরির বন্দনা দাস তার স্বামীকে নিয়ে মঙ্গলবার সু ন্দরবনের চুলকাটির জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে বুধবার বাঘের আক্রমণ নিহত হয়। বাড়িতে এক ছেলে ক্লাস সেভেন ও মেয়ে ক্লাস টেনে পড়াশোনা করে। আর এই মৎস্যজীবিদের পাশে থেকে এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠন কাজ করে চলেছে। এ ব্যাপারে এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আমেদ বলেন, এই নিয়ে গত ১৮ দিনে ৫ জন বাঘের আক্রমণ নিহত হয় । ২০২৬ সালে এ পর্যন্ত ১১জন বাঘের আক্রমণে

আক্রান্ত। ৯ জন নিহত ও ২ জন আহত। আক্রান্ত গোপাল চক্রবর্তীর ও রামপ্রসাদ বাগানী এর দেহ নিখোঁজ। এখনো পাওয়া গেলো না বনদপ্তরের উদাসিনতার জন্য। আজকের এই অসহায় মসজীবি বন্দনা দাসের পরিবারের প্রতি বনমন্ত্রীর পাশে থাকার বার্তা দিতে হবে । বনমন্ত্রীর এই নিশ্চুপতা সু ন্দরবনবাসী মৎসবীজীরা পরিবার এবং এপিডিআর মানবে না। আমাদের দাবি ১) মৎসজীবিদের মৃত্যুমিছিল বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক সরকার। ২) অবিলম্বে সকল মৎস্যজীবির জন্য সমুদ্র ভাতা মঞ্জুর করা হোক। ৩ আর্থিক অনটনের জন্য যাতে বাচ্চাদের পড়াশোনার বন্ধ না হয় তা প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ৪মৃতের পরিবারের হাতে দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন ও পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দিতে হবে।

রাতে কী ঘটেছিল? আর জি কর কাণ্ডে পানিহাটি শ্মশানে সিবিআইয়ের হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেঃদ্র করে রাজ্যজুড়ে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, সেই মামলার তদন্তে ফের নতুন গতি এসেছে। কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি শ্মশানে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। নির্যাতিতার মৃতদেহ যে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল, সেই স্থান পরিদর্শন করে ঘটনার দিন ও রাতের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা।
আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিসকের রহস্যমৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই মৃতদেহের দ্রুত দাহ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের পর তাঁদের মতামত বা সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই মৃতদেহ দ্রুত পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মৃতদেহের সকার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তাঁদের উপর বিভিন্ন স্তর থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, সেই সময়ের স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শাসকদলের নেতারা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহ দ্রুত দাহ করার বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা এখন শুধুমাত্র হাসপাতালের ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছেন না। ঘটনার পরবর্তী প্রতিটি ধাপ, বিশেষ করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং দাহ প্রক্রিয়ার সময়কার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের ধারণা, ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে ঘটে যাওয়া একাধিক বিষয় মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আনতে পারে। জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্রকে ওই রাতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্ন করা হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-- টেন্ডার

টেন্ডার নোটিশ নম্বর: পিসিএমএম/জেইএনএল/টিপি/২০২৬/২৪ তারিখ: ১৬/০৬/২০২৬
"ই"-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির জন্য দরপত্র

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (৫ম তলা), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন। সমস্ত টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪:০০ টায়।

ক্রম. নং.	টেন্ডার নং.	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)
১	৬৫২৪৫০৬১সি	০৭/০৭/২৬	রোটারি স্ক্রু ইলেকট্রিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ৫০০ সিএফএম	০৪টি	২২৬৮০০/-
২	৬৫২৫৫০২০	১৪/০৭/২৬	কয়েল স্প্রিংয়ের জন্য এয়ারলেস সেন্ট্রিফিউগাল শট ব্লাস্টিং ও পিনিং প্ল্যান্ট (টার্নকি ভিত্তিতে)। (প্রি-বিড মিটিং ২৩/০৬/২৬ তারিখ ১৬:০০ টায় পিসিএমএম মিটিং রুম/এসইআর/জিআরসি/ কল-৪৩-এ)	০২টি	১৩৭৩৬০/-
৩	৭৭২৬৩০৩৩এ	০২/০৭/২৬	বাহ্যিক রং করার জন্য এপোক্সি কাম পলিউরেথেন পেইন্টিং সিস্টেম (টু প্যাক)	৪০৫০০ লিটার	১৩২৮৬০/-
৪	৭৭২৬৩০৪৭	০৭/০৭/২৬	পেইন্ট, ব্ল্যাক গ্রে আরএএল-৭০২১, পিইউ বেসড	৩৯,৯০০ লিটার	১১৫৫৫০/-
৫	আইজি২৬৫৬৮৮	০৯/০৭/২৬	৫০০ কেভিএ, ১১কেভি/৪১৫ভি-২৪০ভি, ৩-ফেজ, ৫০হার্জ, আউটডোর টাইপ, প্লিন্থ মাউন্টেড ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি	০৮টি	১৬০৪৮০/-
৬	৪৬২৬৩১১৯	০৮/০৭/২৬	২৫ কেভি এসি ৫০ হার্জ সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনের জন্য সলিড কোর পোর্সেলিন ব্র্যাকেট ইনসুলেটর (১০৫০ মিমি সিডি)	২৪৩৪টি	১৯১৭৪০/-
৭	৬৫২৪৫০৭০বি	০৯/০৭/২৬	ট্র্যাভার্সার ৮০টি পিট টাইপ ইত্যাদি	০১টি	৩১২০০০/-
৮	৩০২৬১৩৫৩	৩১/০৭/২৬	সম্পূর্ণ এয়ার স্প্রিং বেলো অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	৬১টি	১২৫৭৯০/-
৯	৩০২৬৩৪৯৪	২০/০৭/২৬	ইমার্জেন্সিসহ সম্পূর্ণ এয়ার স্প্রিং ইত্যাদি	৪৮টি	১৬৭৫০০/-
১০	৩৮২৬৩১৭২	১৫/০৭/২৬	বিওবিআরএন ওয়াগনের জন্য ডোর অ্যাসেম্বলি (ডাবল লিংক)	১৬০টি	১৫৬৭১০/-
১১	৩৮২৬৩৮৬৪	২৯/০৭/২৬	নর মার্ক ব্রেমসে ডিজাইন বিএমবিএস ব্রেক হেড	৬৭০০টি	২২১৩৭০/-
১২	৩৮২৬১৬১১	৩১/০৭/২৬	৪২টি আইটেম সমন্বিত ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ (ওয়াগন) কিট	৯৬৫০ সেট	৫৭১২৪০/-
১৩	৩৮২৬৩০০৪	১০/০৮/২৬	ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগির স্নাবার স্প্রিং	৭৭৩০টি	১৫৫৯৮০/-
১৪	৩৮২৬৩৮৬৭	২৪/০৮/২৬	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন নর মার্ক ব্রেমসে ডিজাইন বিএমবিএস-এর জন্য ইএল ৬০ (এপিএম) ওয়াগন পিওএইচ কিট	১৭৮৫ সেট	১১৭৯৬০/-
১৫	৯৩২৬৩০০৭	০৬/০৭/২৬	কাঠ ভিত্তিক ইমপ্রেগনেটেড কম্প্রেসড ল্যামিনেটেড শিট ইত্যাদি	২৩৬৯টি	১৫০৭৫০/-
১৬	৭৭২৬০০০৩	২৮/০৭/২৬	এপোক্সি পেইন্ট, থিনার ও পুটির সেট ইত্যাদি	১০১৫ সেট	২৮১৮২০/-
১৭	৪৫২৬৩১৮৫	১৪/০৭/২৬	ডিজেল ইলেকট্রিক লোকো ইঞ্জিন স্টার্টিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লো মেইনটেন্যান্স লিড অ্যাসিড ব্যাটারি সরবরাহ, ৮ভি, ৫০০এএইচ	৪০৭টি	৫৬১৯৬০/-
১৮	৪৬২৬৩১১৯		০৮/০৭/২৬২৫ কেভি এসি ৫০ হার্জ সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনের জন্য সলিড কোর পোর্সেলিন ব্র্যাকেট ইনসুলেটর (১০৫০ মিমি সিডি) ইত্যাদি	২৪৩৪টি	১৯১৭৪০/-
১৯	৪৬২৬৩১২১	২১/০৭/২৬	২৫ কেভি এসি ইত্যাদির জন্য সলিড কোর পোর্সেলিন ৯ টন ইনসুলেটর (আরআই নম্বর ৬০২০-১) (১০৫০ মিমি সিডি) সম্পূর্ণ সেট	২২৫৬টি	১৪৮৬৫০/-
২০	৭৬২৬৩০২৯	২১/০৭/২৬	ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড। ব্যাস: ৪ মিমি, ক্লাস: এম৪	২৮৩৯০ কেজি	১৬৫৪৯০/-
২১	৩৩২৬১৪৮৬	১৫/০৭/২৬	নন-অ্যাসবেস্টস বেসড ব্রেক প্যাডের সেট ইত্যাদি	৭০০২০ সেট	২০০০০০/-
২২	৭৭২৬০০০১	৩০/০৭/২৬	পেইন্ট জেন্টিয়ান ব্লু (আরএএল-৫০১০) পিইউ বেসড	৬৩৬৬০ লিটার	১৭৮০৪০/-
২৩	৭৬২৬১৭৯৫	২৮/০৭/২৬	এমএমএডব্লিউ ইলেকট্রোড, সাইজ: ৩.১৫ মিমি ব্যাস × ৩৫০ মিমি, ক্লাস এমএস	২,৬৩,৩৯০ মিটার	১১৫০০০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিস্তারিত তথ্য/বিশেষত্বের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বিঃদ্রঃ:** সম্ভাব্য বিডারদের অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত যেকোনো করিজেন্ডামের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(PR- 339)

অকল্যান্ড জুট কোং লিমিটেড

(পূর্বনামঃ মেসার্স অভিষেক জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড)
CIN- U17125WB1991PLCO52401
পোস্ট অফিস ঃ জগতদল, জেলাঃ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১২৫
ফোন ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২৫৮১-২৭৫৭ / ২৫৮১-৩৭৯৫
ইমেলঃ ail@aucklandjute.com

ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম / দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর তথ্য এবং বুক ক্লোজার-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩' (Companies Act, 2013) ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA)-এর সংশ্লিষ্ট সার্কুলারসমূহ-যথা ২০২০২০ (তারিখ ৫ মে, ২০২০), ১০২০২২ (তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২) এবং এ বিষয়ে পরবর্তীতে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার (যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ০৩২০২৫, তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এগুলিকে একত্রে 'প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ' হিসেবে উল্লেখ করা হলো)-মেনে 'অকল্যান্ড জুট কোং লিমিটেড'-এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) অনুষ্ঠিত হবে। সভাটি ১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২ঃ০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যসূচিসমূহ (OrdinarySpecial Business) সম্পন্ন করা হবে উল্লেখ্য যে, এই সভায় সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিঃ
প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ মেনে, কোম্পানির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-২৯ মে ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী, সদস্যদের কাছে ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা শিথিল করা হয়েছে। ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনটি সিডিএসএল (CDSL)-এর ওয়েবসাইটেও (যা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা) পাওয়া যাচ্ছে ওয়েবসাইটটি হলো www.evotingindia.com.

ভিসি (VC) ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) অংশগ্রহণঃ
শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র ভিসি (VC) ওএভিএম (OAVM) ব্যবস্থার মাধ্যমেই বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোম্পানি 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (CDSL)-এর এই পরিষেবাটি গ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির পক্ষ থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি (VC) ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারদের 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১০৩ নম্বর ধারার অধীনে কোরাম (quorum) গঠনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

এজিএম (AGM)-এর সময় এবং তার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং (remote e-voting)-এর নির্দেশাবলীঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০, সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড নং ২ এবং প্রযোজ্য সার্কুলারগুলোর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদানের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের সুবিধার্থে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (CDSL)-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করা হচ্ছে।০৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখের 'কাট-অফ ডেট' (cut-off date)-এ ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিমেট) উভয় পদ্ধতিতেই শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যার নাম উক্ত কাট-অফ ডেট-এ (অর্থা ০৩ জুলাই, ২০২৬) সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স' (প্রকৃত মালিক)-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সময়কাল ০৭ জুলাই, ২০২৬ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ০৯ জুলাই, ২০২৬ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। ০৯ জুলাই, ২০২৬ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০টার পর আর দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে না এরপর ভোটদানের জন্য CDSL কর্তৃক মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য সদস্যদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। www.evotingindia.com-এ অবস্থিত CDSL-এর ই-ভোটিং পোর্টালের মাধ্যমে ভিসি (VC)ওএভিএম (OAVM)-এর সাহায্যে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে ৩৫তম এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত লগ-ইন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও পদ্ধতি দেখে নেওয়ার জন্য। শেয়ারহোল্ডার একবার কোনো প্রস্তাবের (resolution) ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যদি কোনো ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ৩রা জুলাই, ২০২৬-এর মধ্যে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন, তবে তিনি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বরফোলিও নম্বর, প্যান (PAN), নাম এবং নিবন্ধিত ঠিকানা উল্লেখ করে helpdesk.evotingcdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এই ধরনের সদস্যরা ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানি কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ই-ভোটিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন। তবে, যেসব সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং-এর জন্য CDSL-এ নিবন্ধিত আছেন, তারা রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা-যারা আগে ভোট দেননি-তারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বুক ক্লোজার (নথি বন্ধ রাখার সময়কাল)ঃ
এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি (Share Transfer Books) শনিবার, ৪ঠা জুলাই, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১০ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, ভোট প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নির্দেশনাবলী বা নোটগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য।

যোগাযোগের বিবরণ ঃ
ই-ভোটিং বা ভিডিও কনফারেন্সিং (VC)-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' (help) সেকশনে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখে নিতে পারেন। সদস্যরা মিঃ রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন-ঠিকানাঃ এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশি মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ অথবা helpdesk.evotingcdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন কিংবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে পারেন।

অকল্যান্ড জুট কোং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-পি কে বোথরা
পরিচালক

তারিখঃ ১৭.০৬.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

সব্যসাচী দত্তের ৫ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুন ঃ দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে তদন্ত ক্রমশ জোরদার করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে এবার তাঁর পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিজ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচটি অ্যাকাউন্টে মোট প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা জমা রয়েছে। এই বিপুল অর্থের উৎস কী, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তদন্ত চলাকালীন যাতে ওই অর্থের কোনও লেনদেন না হয়, সেজন্যই অ্যাকাউন্ট গুলি সাময়িকভাবে সিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, সিজ করা অ্যাকাউন্ট গুলির মধ্যে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্তের নামও রয়েছে। সেই কারণেই আর্থিক লেনদেনের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, অ্যাকাউন্ট গুলিতে থাকা বিপুল পরিমাণ অর্থ বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে নাকি তার সঙ্গে অভিযোগে উল্লিখিত আর্থিক অনিয়মের কোনও যোগ রয়েছে। এদিকে তদন্তে নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্তের অবস্থান। পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি। তদন্তকারীদের মতে, মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। সেই বিষয়টি আদালতের কাছেও জানানো হয়েছে। ফলে ইন্দ্রানীর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানো হচ্ছে। সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই একাধিক এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বনগাঁ এলাকায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর রাতেই তদন্তকারীরা পৌঁছে যান নদিয়ার হরিণঘাটায়। সেখানে সব্যসাচীর শ্যালিকার স্বামীর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তদন্তের স্বার্থে সম্ভাব্য বিভিন্ন সূত্র খুঁজতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে হরিণঘাটা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়বঙ্গ রোড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়ির মালিক নিমাই ভৌমিক, যিনি পেশায় একজন ওষুধ ব্যবসায়ী। তদন্তকারীরা সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছন এবং প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালান। যদিও তল্লাশিতে কী উদ্ধার হয়েছে বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে কি না, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তল্লাশি শেষে সব্যসাচী দত্তকে ফের কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীরা তাঁর আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির বিবরণ এবং অভিযোগে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ আষাঢ়, ১৪৩৩

আজাদ হিন্দ সেনার 'ঝাঁসি বাহিনী'

মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী জাতীয় বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মী বাঈ। রাণী লক্ষ্মী বাঈ ভারতবর্ষের 'জাতীয় বীরাঙ্গনা' হিসেবে সম্মানিত হয়ে আসছেন। ভারতীয় রমণীদের সাহসী প্রতীক ও প্রতিকৃষ্ণ হিসেবে তিনি চিত্রিত হয়ে আছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র প্রথম নারী সৈন্যদলের নামকরণ করেন রাণী লক্ষ্মী বাঈকে স্মরণপূর্বক। মহাশ্বেতা দেবী ঝাঁসী কি রাণী নামে একটি বই লিখেছেন। বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন সাগরী এবং মন্দিরা সেনগুপ্তা। উক্ত বইয়ে রাণী লক্ষ্মী বাঈ সম্বন্ধে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি, প্রচলিত লোকগাঁথা, কবিতাসমগ্র এবং মুখে মুখে চলে আসা বিভিন্ন তথ্যাবলী সমন্বয় করার মাধ্যমে গবেষণা করা হয়। ঐতিহাসিক দলিলগুলোর অধিকাংশই ঝাঁসীর রাণীর নাতি জি.সি. তাম্বের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত মূল বইটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও নিওয়ালকারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মণিকর্ণিকা। এভাবেই তিনি ঝাঁসীর রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বিয়ের পরই তার নতুন নামকরণ হয় লক্ষ্মী বাঈ হিসেবে। ১৮৫১ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় দামোদর রাও। চার মাস পর সন্তানটি মারা যায়। পুত্র শোক ভুলতে রাজা এবং রাণী উভয়েই আনন্দ রাওকে দত্তক নেন। আনন্দ রাও ছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের জেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে। জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাঁসীর রাজা তার পুত্রের মৃত্যু রহস্য কখনো উদঘাটন করতে পারেননি। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আনন্দ রাওকে দত্তক নেওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী'র দখল স্বত্ব বিলোপ নীতির কারণে তার সিংহাসন আরোহণে প্রতিবন্ধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডালহৌসী জানান যে, ঝাঁসীর সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং ঝাঁসীকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নেয়া হবে। মার্চ, ১৮৫৪ সালে ঝাঁসীর রাণীর নামে বার্ষিক ৬০,০০০ ভারতীয় রুপি ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসীর কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারী হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের মারাঠী করাডে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মণিকর্ণিকা এবং ডাক নাম মনু। কাশী (বারাণসী) এলাকায় তার জন্ম। তার বাবার নাম 'মরুপান্ত তাম্বে' এবং মা 'ভাগীরথী বাঈ তাম্বে'। চার বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। পারিবারিক পরিবেশে বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন মণিকর্ণিকা। বিঠুরের পেশোয়া আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তার পিতা। সেখানে পরবর্তীতে নিজ কন্যাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে থাকেন মরুপান্ত তাম্বে। বাবা কোর্টের কাজ-কর্মে জড়িত থাকায় মণিকর্ণিকাও ঐ সময়ের অধিকাংশ নারীদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন। আত্মরক্ষামূলক শিক্ষালাভের পাশাপাশি ঘোড়া চালনা, আর্চারী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে নিজস্ব একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, লি ইনফিল্ড রাইফেলের আচ্ছাদনে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বি ব্যবহার করা হয়েছে।সিপাহীরা ওই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউজ রোজের নেতৃত্বে ২৩ মার্চ, ১৮৫৮ তারিখে ঝাঁসী অবরোধ। লক্ষ্মী বাঈ প্রচণ্ড যুদ্ধ করে করে প্রাণ দিলেন। ব্রিটিশ সৈনিকেরা ছিল প্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিন দিন পর ব্রিটিশ সৈন্যদল ঝাঁসী শহর দখল করে।

গদর পার্টি

১৯১৫ সাল। লাহোর সেন্ট্রাল জেল। এক অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি ১৯ বছরের এক যুবক। নাম করতার সিং সারভা। বাইরে ব্রিটিশ সরকারের কড়া পাহারা। কারণ তারা জানে, এই ছেলেটি সাধারণ নয়। এই বয়সেই সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে যে খোদ ভাইসরয় পর্যন্ত আতঙ্কিত। ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেটির মুখে কোনো ভয় নেই। উল্টে জেলের খাবার খেয়ে তার ওজন বেড়ে গেছে ১৪ পাউন্ড! জেলের জেলার অবাক হয়ে ভাবে, মৃত্যু যার দরজায় কড়া নাড়ছে, সে এত নিশ্চিন্তে থাকে কী করে? করতারের গল্পটা শুরু হয়েছিল পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সারভা গ্রামে, ১৮৯৬ সালে। বাবা মঙ্গল সিং গ্রেওয়াল এবং মা সাহেব কৌর। খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে দাদুর কাছে মানুষ। ১৯১২ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি পাড়ি দেন সুদূর আমেরিকায়, সান ফ্রান্সিসকোয়। উদ্দেশ্য পড়াশোনা। কিন্তু নিয়তি তার জন্য অন্য কিছু ভেবে রেখেছিল। আমেরিকায় গিয়ে তিনি দেখলেন, ভারতীয়দের সেখানে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। প্রতি পদে অপমান, লাঞ্ছনা। তার কিশোর মনে প্রশ্ন জাগল; কেন? উত্তর একটাই; আমরা পরাধীন। সেই সময় আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের আনাগোনা বাড়ছে। লালা হরদয়াল এবং সোহন সিং ভাকনার মতো নেতারা সেখানে 'গদর পার্টি' তৈরি করছেন। উদ্দেশ্য; সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা। করতার সিং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলেতে পড়ার ফাঁকে জড়িয়ে পড়লেন এই আন্দোলনে। ১৫ বছরের ছেলেটির তেজ দেখে সোহন সিং ভাকনা তাকে নাম দিলেন 'বাবা জেনারেল'। করতার শুধু কথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি আমেরিকানদের কাছে বন্দুক চালানো শিখলেন, বোমা বানানো শিখলেন, এমনকি বিমান চালানোর প্রশিক্ষণও নিলেন। ১৯১৩ সালে গদর পার্টির মুখপত্র 'গদর' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা সেই পত্রিকার প্রতিটি শব্দ ছিল বারুদের মতো। তিনি লিখতেন, ছাপাতেন এবং সেই পত্রিকা গোপনে ছড়িয়ে দিতেন বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা ভারতীয়দের কাছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

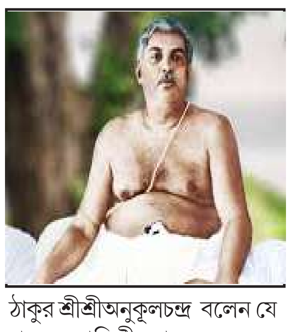

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে।

প্লেগ দেখা দিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসক হলেন

কৌশিক দাস

১৯১৫ সালের মে মাস। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শান্তিনিকেতনের চরম দহন থেকে রেহাই পেতে চলে গিয়েছেন কুমায়ুন পাহাড়ের রামগড়ে। 'হৈমন্তী' বাড়িতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আগের বছর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বিরাট এই বাগানবাড়ি কিনেছেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। তিনশো বিঘার বিশাল বাড়ি জুড়ে পিচ, আখরোট, স্ট্রবেরির বাগান। পাকদণ্ডী পথের শেষে ধনু বাঁকের সেই বাড়ি থেকে

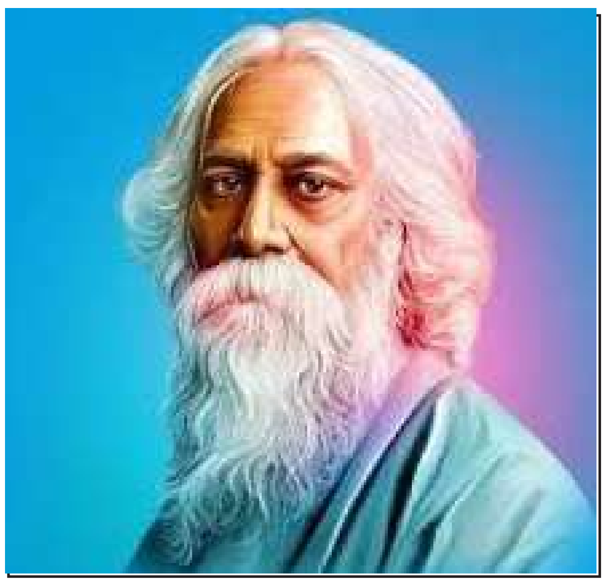

দেখা যায় পাহাড়ের আশ্চর্য ছবি, মেঘেদের আজব রাজ্যপাট। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্র নাথের সঙ্গে গেছেন শিল্পী মুকুল দে আর অতুলপ্রসাদ সেন। বাগানের এক কোণে একটা পাহাড়ি গুহা। পিছনে বনে ঢাকা খাড়া পাহাড়। ওক গাছে বাহারি অর্কিডের ফুল। এখানেই রোজ সকালে গান-কবিতার আড্ডা বসান রবীন্দ্রনাথ।

তখন সবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক 'ডক্টরেট' দিয়েছে কবিকে। রামগড়ের ঠিকানায় যাওয়া সব চিঠিতে লেখা থাকে, 'ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর'। দেখেশুনে রামগড়ের পোস্টমাস্টার রাষ্ট্র করে দিলেন, কলকাতা থেকে 'বিখ্যাত ডাক্তার' এসেছেন রামগড় পাহাড়ে। পাহাড়িয়াদের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত।

ক'দিন আগেই 'হৈমন্তী'তে ঘটেছে এক আশ্চর্য ঘটনা। বাড়ির কাঠের ছাত মেরামত করছিল এক পাহাড়ি ছুতোর। কাজ করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত এক কাঁপুনি দেখা দেয় মিস্ত্রি ছেলেটার। দেখে রথীন্দ্রনাথ একদিন কবিকে দেখান সেই কম্পন, নৃত্য। মেটেরিয়া মেডিকা গুলে খাওয়া 'চিকিৎসাবায়ুগ্রস্থ' রবীন্দ্রনাথ দেখেই বললেন, 'এ এক জটিল স্নায়বিক রোগ। Saint Vitus Dance বলে একে।

রথীন্দ্রনাথকে শখের হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এক ব্যামোর ভালো ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে।' কবি ওষুধ দিলেন ছুতোর মিস্ত্রিকে। 'দিন কয়েক বাদে মিস্ত্রি যখন কাজ করতে এল, তার ওই ব্যামো সম্পূর্ণ সেরে গেছে।' এই খবর ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের এপার থেকে ওপারে। এর পাশাপাশি পোস্টমাস্টারের সেই 'ব্রেকিং নিউজ'। আর যায় কোথায়! দলে দলে পাহাড়ি মানুষ তাদের রোগ সারাতে আসতে শুরু করেছে রবি ঠাকুরের কাছে। রোগীর ভিড় সামলাতে রীতিমত ডিসপেনসারি খুলে বসতে হচ্ছে কবিকে। রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘন্টা রোগী দেখে কাঠের হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে ওষুধ দিচ্ছেন 'ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ'। 'বাবা হোমিওপ্যাথি করতে ভালবাসতেন। রামগড়ে এসে তাঁর সেই শখ চূড়ান্তভাবে মিটেছিল', স্মৃতিকথায় লিখেছেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

বাগবাজারের তরুণ ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যকে কবির সঙ্গে প্রথম আলাপ করিয়ে দেন 'সবুজপত্র'-র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। 'বীরবল' প্রমথ কবির আদরের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর স্বামী। প্রথম দর্শনেই পশুপতিকে পছন্দ হয়ে গেল কবির। তাঁর গলায় নিজের লেখা গান শুনে আনন্দ পেলেন রবীন্দ্রনাথ।

ডাক্তারদের প্রতি অদ্ভুত দুর্বলতা 'ডাক্তারি প্রবণতা' থাকা কবির। নিজেই লিখেছেন, 'আমি চেষ্টা করলে খুব ভালো ডাক্তার হতে পারতুম'। শুধু হোমিওপ্যাথি নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গভীর পড়াশোনা কবির। গভীরভাবে জানতেন বায়োকেমিক শাস্ত্রও। সে বছর গ্রীষ্মে পশুপতি ডাক্তার যান বোলপুরে। স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আশ্রমের বাসিন্দাদের ভিতর থেকে অনেকেই আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতেখ দেখতাম যে তাঁরা খুব বিশ্বাস করে ওষুধ নিয়ে যায়'।

পশুপতি ডাক্তারের স্মৃতিকথায় রয়েছে ইরিসিপেলাম বা বিসর্প রোগে আক্রান্ত এক ছাত্রকে কবির ওষুধ দিয়ে ভালো করে তোলার কাহিনি। 'রবীন্দ্রজীবনী' রচয়িতা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই আক্রান্ত হয়েছে রোগটাতে। রোগটা জীবাণু ঘটিত জটিল এক চর্মব্যাধি। অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এই রোগে বেশিরভাগ রোগীই মারা যেত তখন। 'তার মুখের একপাশ ফুলে উঠেছে, সিঁদুরবর্ণখ সঙ্গে জ্বর।' পশুপতি নিজে ডাক্তার। বুঝলেন, শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে বাঁচানো যাবে না ছেলেটিকে। কবিকে বললেন, 'একে এখনই হাই ডোজের সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার। তারই ব্যবস্থা করুন।'

সামান্য হাসলেন রবীন্দ্রনাথ, 'এখন তো আমারই ওষুধ চলুক, দু'দিন দেখাই যাক না কী হয়, তারপর না হয় তোমারই ব্যবস্থা করা যাবে।' এমন এক জটিল রোগে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ওষুধে কাজ হল ম্যাজিকের মত। দু'দিন বাদে দেখা গেল, রোগটা অনেকটাই গেছে কমে। 'আরও দু-তিনদিনের মধ্যে ছেলেটি একেবারে সুস্থ হয়ে গেল।' মুগ্ধ হলেন পশুপতি ডাক্তার। কবিকে বললেনও সেকথা। কবি হাসছেন। মজা করে বলছেন, 'তবু তোমরা আমাকে ডাক্তার বলে মানবে না! আমি ফি নিই না, তাই ডাক্তার নই। যদি মোটা ফি নিতাম তাহলে সবাই বলত এ একজন মস্ত বড় ডাক্তার!'

'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে লিখেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শেষদিকে বায়োকেমিক ঔষধ ব্যবহার করিতেন এ কথা বেশি লোক জানে না। তাহার স্কুলের এক শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েক খণ্ডে বৃহদাকার সম্পূর্ণ হোমিও প্যাথি এনসাইক্লোপেডিয়া উপহার দিয়াছিলেন তা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই বইগুলো দেবার আগে বহু তত্ত্ব আর তথ্য পেন্সিল দিয়ে আন্ডার লাইন করে দেন কবি। শুধু তাই নয়, ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে 'অসংখ্য পৃষ্ঠার পার্শ্বে স্বহস্তে নোট দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' কিশোর বেলা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে রবির ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। যৌবনে তা বদলে যায় গভীর আগ্রহে। শান্তিনিকেতনে আশ্রম তৈরির সময় থেকে কবির চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রকাশ পেতে শুরু করে নানাভাবে। ডাক্তারি বইপত্র পড়েন নি শুধু, আত্মস্থ করেছেন গভীর অভিনিবেশে। এর মূলে ছিল ডাক্তারি নিয়ে কবির গভীর আগ্রহ। শান্তিনিকেতনে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর কালীমোহন ঘোষকে আশ্রমে আসার আমন্ত্রণ জানান কবি। চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার এখানে চিকিৎসক বলিতে আমি ও ক্ষিতিমোহনবাবু।' একান্ত বাধ্য হয়ে বাড়তে থাকা আশ্রম বাসীদের চিকিৎসার ভার নিজের হাতে নেন রবীন্দ্রনাথ। কবিকে একাজে সাহায্য করতেন অমর্ত্য সেনের দাদামশায়, আয়ুর্বেদজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সেন। আশ্রম দিনে দিনে বড় হচ্ছে, বাড়ছে আশ্রমিকদের আধিব্যাধি। অগত্যা রোগীদের চিকিৎসার প্রাথমিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে।

ছেলেবেলা থেকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ছিল শিশু রবির। ছিল বিজ্ঞান ও শরীর

বিজ্ঞানে প্রবল আগ্রহ। এসবই পরবর্তী জীবনের রবীন্দ্রনাথকে করে তুলেছিল বিজ্ঞান চেতন। 'বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'প্রাণী-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্রমাগত পড়তে পড়তে আমার মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কম বয়সেই। বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে।

'বিজ্ঞান ও রস সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার, দেনা-পাওনার পথ আছে।' লিখেছেন সাহিত্যের কারবারি রবীন্দ্রনাথ। 'জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত।' ১৯১৮ সাল। ইনফ্লুয়েঞ্জা হানা দিল বোলপুরের আশ্রমে। আশ্রমের অনেক ছাত্রছাত্রী শয্যাশায়ী। রবীন্দ্রনাথ রোজ ঘুরে ঘুরে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের দেখ তেন। শুধু দেখতেন না, 'চিকিৎসাও তিনি করিতেন'। রামানন্দ-কন্যা শান্তা দেবী লিখেন তাঁর সেই সময়কার অভিজ্ঞতা। 'সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা প্রতিষেধক তৈরি করিলেন, সেবন করিয়া অনেকেই জ্বরের হাত এড়াইল।' খুব কড়া ডাক্তার ছিলেন কবি। প্রতিষেধক বলতে 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন'। নিম, গুলঞ্চ, তেউরি, নিসিন্দা আর থানকুনি বেটে তৈরি হত কবির রামতেতো সেই পাঁচন। ইনফ্লুয়েঞ্জা আটকাতে জ্বর হয়নি এমন প্রত্যেক আশ্রমবাসীকে ওই পাঁচন নিয়ম খুব কড়া ডাক্তার ছিলেন কবি। প্রতিষেধক বলতে 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন'। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রশান্ত মহালনবিশের স্ত্রী রানিকে এক চিঠিতে লিখেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কবিরাজি টনিক ব্যবহার করলে জ্বরের কমে যায়।

তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী আসছেন ড. শ্যামাপ্রসাদের স্মরণে

রমেন সরকার

সাল ১৯৪৭, এপ্রিল ৪ঠা থেকে ৬ই। তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারকেশ্বরের রাজবাড়ির মাঠে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তবে এই জায়গাটা বুঝতে হলে আমাদের আর একটু আগে ফিরে যেতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য ছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর। প্রণবানন্দজী তাঁর স্থূল শরীর ত্যাগের পূর্বে ১৯৪০ সালে দুর্গা পুজোর সময় কাশীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে তাঁকে বাঙালি হিন্দুদের দায়িত্বভার দিয়ে যান। তারকেশ্বর অনুষ্ঠিত হওয়া অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার এই সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বামী প্রণবানন্দজীর দিয়ে যাওয়া সেই দায়িত্বের বীজটি বপন করেছিলেন - সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের দাবি তুললেন তিনি। এই হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতীব পরিচিত শিবক্ষেত্র ও তীর্থস্থান। রাঢ়বাংলার ক্ষেত্রপাল দেবাদিদেব মহাদেব। সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত তীর্থযাত্রী বাবা তারকেশ্বরের কাছে আসেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তারকেশ্বর সমাজমাধ্যমে যাকে বলে ট্রেন্ডিং। কিছুদিন আগেই রাজ্যের নতুন শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী তারকেশ্বর ঘুরে গেলেন। আগামী ২০ তারিখ দেশের শ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী তারকেশ্বর আসছেন। এর কারণ কিন্তু শুধুই বাবা তারকেশ্বর নন। তারকেশ্বর নিয়ে এই আগ্রহের পিছনে রয়েছে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিবিড় যোগ।

চারিদিকে আলোচনায় যতটুকু শুনলাম, তাতে মনে হল তারকেশ্বরের বেশিরভাগ মানুষ জনও এই বিষয়ে খুব নির্দিষ্ট করে কিছু জানেন না। তাই এই লেখার অবতারণা। আমার কাছে তারকেশ্বর সম্বন্ধীয় যে সকল বইপত্র রয়েছে ও আন্তর্জালে যে তথ্য উপলব্ধ সেই দিয়েই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেছি। কৃতবিদ্য তরুণ লোকসংস্কৃতি গবেষক মানব মণ্ডলের সুচারু গ্রন্থ প্রসঙ্গ তারকেশ্বর-এর কথা আলাদা করে বলতেই হয়। এই গ্রন্থে মানববাবু এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা হুগলির দিগসুই গ্রাম থেকে প্রথমে গঙ্গার তীরবর্তী জিরাট বলাগরে এসে বাস করতে শুরু করেন ও পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় তাঁদের ভদ্রাসন তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত পিতার ন্যায় লেখাপড়ায় নিজের উৎকর্ষ বারংবার প্রমাণ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবন বহুধা বিস্তৃত - সফল ব্যারিস্টার, শিক্ষাবিদ হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন, রাজনীতিবিদ হিসেবে সামলেছেন বিভিন্ন মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাঁরই অনুরোধে রবি ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত রচনা করে দেন। তিনি অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রীর হিসাবে কাজ করেছেন ১৯৪১ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত। দীর্ঘদিন তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন।

২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা চমক মেসির হ্যাটট্রিক

রবীন্দ্রকুমার শীল

আর্জেন্টিনার বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মারাদোনা ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পর তিনি আর ফুটবল জগতে ফিরে আসতে পারেননি। ভালো ফুটবল প্রশিক্ষক হিসাবে নামও করতে পারেননি। তিনি ফুটবলকে ভালোবাসলেও কিন্তু পরে তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে মানাসিক ভারসাম্য হারিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মারাদোনাকে রক্ষা করেন বলিভিয়ার ফিদেল কাস্ত্রো। তিনি মারাদোনার ভক্ত ছিলেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলে রেখেছিলেন যে মেসি এখনও পর্যন্ত মাঠে জনপ্রিয় দক্ষ খেলোয়াড়। তাঁকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা দল ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ কেলায় অংশ গ্রহণ করবে না। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ পাইয়ে দিয়ে তিনি অএবসর গ্রহণ কররত্রা কথা চিন্তা করেছিলেন । কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা চাননি মেসি এখনই ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করুক। এমনকী আর্জেন্টিনার কিংবদন্তী কোচ চাই ছিলেন মেসি ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে অমংশ গ্রহণ করুক। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছেন, দেশের হয়ে মেসি খেলতে শুরু করলে আবার মানসিক শক্তি অর্জন করতে থাকবে। তারপরে যদি ও বার্সায় ফেরে তাহলে খুবই আনন্দের কথা। প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা বলেছেন যে মেসির জন্য সব সময়ে দরজা খোলা রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে গ্রহণ করাটা কোনও বিরক্তির কারণ হবে না। মারাদোনার রোগ যাতে মেশিকে আকর্ষন না করতে পারে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন পরিবারের সকলেই। মারাদোনার মতো সেই দিকে পা বাড়ালে তাতে মেসিরই সুনাম নষ্ট হবে। যে সম্মান লাভ করেছেন মেসি ফুটবল জগতে তাকে রক্ষা করা উচিত। আর্জেন্টিনা দলের সহকারী কোচের দায়িত্ব তিনি পালন করা কথা তাঁকে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ন ারাজ ছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ খেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। কোচ স্কালোনি মেসির ওপরে ভরসা করেন। চোক স্কালোনি সহকারী হয়ে তিনি যদি দেশের প্রশিক্ষক হতে চান তাহলে

তাতে কোনও অসুবিধা হবে না সেটা বলেছিলেন কোচ। আর্জেন্টিনাবাসীরা বলে, পেলে যদি ফুটবল সম্রাট হয়, মারাদোনা যদি ফুটবলের যুবরাজ হয় তাহলে মেসি হচ্ছেন ছোট রাজকুমার। যারা মেসিকে অবসর নেও.ার কথা বলছিলেন, যারা মেসিকে প্রশিক্ষক হওয়ার কথা বলছিলেন তারাই এবারে হতবার হয়ে গেলেন। ২০২৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ গ্রহণ করে কী করে গোল আদায় করতে হয় তারই দক্ষতা দেখালেন মেসি স্বয়ং। যারা বলতে শুরু করেছিল যে মেসি বয়স হয়ে গেছে মেসির কাছ থেকে পাওয়ার কিছুই নেই। এখন মেসি আর্জেন্টিনার দলে হয়ে খেললে একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে তারা এখন রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মুখ দিয়ে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। সবাইকে অবা করে গিয়ে মেসি আবার সেই তাঁর পুরানো খেলার ছন্দে ফিরে গেলেন। দেখিয়ে দিলেন মাঠে এখনও তিনি বিরোধী দলের ত্রাস এবং ভয়ঙ্কর।

২০২৬ বিশ্বকাপে মেসি চমক দিলেন। অবাক করে দিলেন তাঁর সমালোচকদের। কোচ স্কালোনি যে ভুল সিদ্ধান্ত নেননি য়েটাই তি প্রমাণ করে দিলেন মেসিকে মাঠে নামিয়ে। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেললেন লিয়োনেল মেসি। মাঠে ছিলেন ৭৮ মিনিট। তার মধ্যেই করে ফেললেন হ্যাটট্রিক। বিশ্বকাপে প্রথম বার। মেসির পায়ে আলজেরিয়াকে হেলায় হারাল আর্জেন্টিনা। মেসি প্রথম ম্যাচেই বুঝিয়ে দিলেন, আরও এক বার চ্যাম্পিয়ন হতেই নেমেছেন তাঁরা। ৩৯ বছর বয়সে বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছেন। আলজেরিয়া মাঠে আর্জেন্টিনার ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল। পরে দেখতে পাওয়া গেল যে আর্জেন্টিনা খেলার ছন্দে ফিরেছে। এর নেপথ্যে ছিলেন সেই মেসি। মেসিকে মার্ক করেননি আলজেরিয়ার কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচ। দু'জন মেসির গার্ড দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে মেসি যেভাবে তিনটে গোল করে গেলেন যা বলতে গেলে অবাক করে দেওয়া কাণ্ড। যে মাঠে খেলার জাদুকর এসে উপস্থিত হয়েছেন। মেসি হচ্ছেন সেই জাদুকর? যার হাতে গোলের জাদুদণ্ডটা রয়েছে শক্ত হাতে ধরা। শুধু মেসিকে আটকে রাখার দিক লক্ষ্য রাখার ফলে খেসারত দিল আলজেরিয়া। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর কাছ থেকে থ্রু বল পেয়ে খানিকটা দৌড়ালেন মেসি। বক্সে ঢোকার চেষ্টাও করলেন না। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করলেন। এই ম্যাচে বিশ্বকাপে অভিষেক হল আর এক জিদানের। লুকা জিদান। ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে। আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা বলে হাত লাগালেও আটকাতে পারলেন না। ১৭ মিনিটে ১-০ গোলে এগোল আর্জেন্টিনা।

প্রথম গোলের পর আর্জেন্টিনার খেলা বদলে গেল। বোঝা গেল, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চাপ মাঠের বাইরে ছুড়ে ফেলেছেন তাঁরা। মেসি জানেন তাঁর বয়স হয়েছে। তাই দক্ষতার সঙ্গে বুদ্ধিও কাজে লাগালেন তিনি। এক জায়গায় ছিলেন না মেসি। ওপরে নীচে নেমে খেলাছিলেন। ফাঁক তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। ৬০ মিনিটের মাথায় সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকারের ভূমিকায় দেখা গেল মেসিকে। যে আক্রমণ তৈরি হয়েছিল মেসির পায়ে, তা শেষও হল মেসির পায়েই। লুকার ফিরতি বল আসে মেসির পায়ে। ডান পায়ে গোল করে দলকে ২-০ এগিয়ে দেন তিনি। এ বারের বিশ্বকাপেও চমক দিলেন। ৭৬ মিনিটেই হয়ে গেল তাঁর হ্যাটট্রিক। বিশ্বকাপে প্রথম বার। মেসিকে থামাতে পারছিল না আলজেরিয়া। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে নিখুঁত ফিনিশ মেসির। ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। ফ্রান্সের খেলা না দেখে ছেলের খেলা দেখতে মাঠে ছিলেন জিদান। গোল করার পরই মেসিকে তুলে নেন স্কালোনি। যে কাজের জন্য তাঁকে মাঠে নামানো হয়েছিল তা শেষ করে ফেলেছেন। আর ঝুঁকি নেননি স্কালোনি। বেঞ্চে বসে বাকি খেলা দেখলেন মেসি। রেকর্ড করতে ভালোবাসেন মেসি।

বাঙালির ব্রাজিল জয়

শঙ্করলাল কর্মকার

বাঙালীর ব্রাজিল জয়। ফুটবল যেমন বাঙালির মন জিতে নিয়েছে ব্রাজিল, বহু আগে সেদেশের মানুষের মন জয় করেছিল এক বঙ্গসন্তান। নাম সুরেশ বিশ্বাস, জন্ম ১৮৬১ সালে নদিয়া জেলার নাথপুর গ্রামে। পিতা গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য চাকুরে। ছোট থেকে ডাকাবুকো সুরেশ এক সাহেবের বদান্যতায় কলকাতায় লন্ডন মিশন স্কুলে পড়তে আসেন এবং ১৪ বছর

বয়সে খ্রিস্টান হয়ে গৃহত্যাগ করেন। এর পর অর্থাভাবে কলকাতার হোটেলে টুরিস্ট গাইড। ভাগ্যান্বেষণে জাহাজে চড়ে মায়ানমার যাত্রা। সেখানে এক স্থানীয় মহিলাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে বীরত্বের পরিচয় দেন। মায়ানমারে খুব সুবিধা হল না, তাই আবার জাহাজে চেন্নাই। সেখানে স্থায়ী কিছু না জোটায় ফের কলকাতায় ফিরে আসা।

জাহাজে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুয়ার্ড-এর চাকরি নিয়ে এবারে কলকাতা থেকে লন্ডন পৌঁছে গেলেন। বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। লন্ডনের ইস্ট এন্ডে থাকা শুরু হল, কাজ মুটেগিরি আর খবরের কাগজ বিলি। স্থানীয় সাদাদের সঙ্গে লড়াই করে চলল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এর পর কয়েক বছর কাটল ফেরিওয়ালার জীবিকা নিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রামে গ্রামে ঘোরা। রোজগার মন্দ হত না। গণিত, রসায়ন, ল্যাটিন, গ্রিক ও ম্যাজিক বিষয়ে পড়াশোনাও চলতে থাকল। অতঃপর কেন্টে এসে সপ্তাহে ১৫ শিলিং বেতনে এক সার্কাসে চাকরি নিলেন।

পালটে গেল জীবন। জিমনাস্টিক্স ও পশু ট্রেনিংয়ে দক্ষ হয়ে উঠলেন। বাঘসিংহের খেলাও দেখাতে লাগলেন। ওই সার্কাসে কাজ করত বাড়ি থেকে পালানো এক অভিজাত পরিবারের জার্মান কন্যা। তার সঙ্গে প্রণয় হল। কিন্তু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে মায়ের অসুখের খবর জেনে মেয়েটি জার্মানিতে ফিরে যাওয়ায় হল বিচ্ছেদ। সার্কাসে কাজ করে টাকাপয়সা ভালই উপায় হচ্ছিল। সুরেশ তখন পুরো সার্কাসের সাহেব। এ বার সার্কাস এল জার্মানিতে। প্রেমিকার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হল বটে, কিন্তু কন্যাটির প্রভাবশালী পিতার কৌশলে সার্কাসের চাকরিটি তো গেলই, এমনকী জার্মানিতেও আর থাকা গেল না। এ বার অন্য একটি সার্কাসে যোগ দিয়ে সুরেশ ১৮৮৫ সালে পৌঁছলেন আমেরিকায়। ওই বছরেই বিভিন্ন জায়গা ঘুরে মেক্সিকো হয়ে ব্রাজিলে পা পড়ল।

নদী থেকে নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে চেনা স্বাদ, দূষণের কোপে সুন্দরবনে বিলুপ্তির পথে বহু মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১৭ জুন ঃ নদীর কণ্ঠ নীরব হয়ে যাচ্ছে, বিলুপ্তির পথে সুন্দরবনের দেশীয় মাছ! একসময় সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িগুলি ছিল দেশীয় নানা প্রজাতির মাছের ভাণ্ডার। 'চাদা আমলেট', 'কাঙ্কাই', 'গড়ুই', 'তেলটুপি', 'পাথরকাটা'-এর মতো স্বাদে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য মাছ স্থানীয় মানুষের খাদ্যতালিকার পাশাপাশি সুন্দরবনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচিত মাছগুলোর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। অনেক প্রজাতিই আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। বসিরহাটের এক অনুষ্ঠানে এসে কৃষি ও কৃষি বিপণন দফতরের কমিশনার আইএএস হৃষিকেশ মোদি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় কৃষিকাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নদী ও জলাশয়ের পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে, যার ফলে দেশীয় মাছের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ছে। কৃষিজমি থেকে বৃষ্টির জলে ভেসে আসা রাসায়নিক পদার্থ নদীতে মিশে জলজ বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ। নদীর জলে জমা হওয়া ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রো-প্লাস্টিক মাছের শরীরে প্রবেশ করছে, যা তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজনন প্রক্রিয়াকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষণায় বিভিন্ন মাছের অন্ত্রে রাসায়নিক উপাদান ও মাইক্রো-প্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এই পরিস্থিতি শুধু জলজ প্রাণীর জন্যই নয়, সেই মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশবিদদের মতে, নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হওয়া, দূষণ বৃদ্ধি এবং বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের বহু দেশীয় মাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শুধু জীববৈচিত্র্যই নয়, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকা এবং ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসংস্কৃতিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাসায়নিকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, প্লাস্টিক দূষণ কমানো এবং নদী ও জলাশয়ের পরিবেশ রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে সুন্দরবনের আরও বহু দেশীয় মাছ কেবল বইয়ের পাতায় বা মানুষের স্মৃতিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। সুন্দরবনের নদীগুলির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কাঠ ফাটা রোদ্দুরে গবাদি পশু, পাচারে আটক খোয়ার বন্দি জীবদের দুর্দশা

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ১৭ জুন ঃ ঠাঁটা পোড়া রোদে গোটা কয়েক গরু কষ্টে কাহিল। এমন দৃশ্য দেখলে যেকোনো সহৃদয় মানুষের কষ্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু এরা তো আসামী! জানা গেছে, কয়েকদিন আগে বেআইনি গবাদি পশু আটক করে রামপুরহাটের কাছে মনসুবা মোড়ের খোয়াড়ে জিম্মা দেয়। জানা গেছে, এটাই প্রশাসনিক নিয়ম। কিন্তু কয়েক দিন ধরে প্রখর রৌদ্রে বিনা জলে গরুগুলোকে গোঁজে বেঁধে রাখা, কোন সভ্য সমাজের নিয়মের মধ্যে পড়ে। কল্যাণময় সাহা নামে এক গোপালপুর নিবাসী এক সহৃদয় ব্যক্তি অবলা প্রাণীগুলোর কষ্ট দেখে দুই একবার জল খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ঘটনাস্থল মনসুবা মোড়ে গিয়ে দেখা যায় ঘটনা সত্য। অনেকগুলো গরুর মধ্যে একটি গরুর মুখ দিয়ে ফ্যানা বের হয়ে আসছে। খোয়ারের মালিক হাবিল মিঞার মেয়ের বক্তব্য, তাদের আর জায়গা নাই। ইস্যু। তাহলে এদের এতো দুর্ভোগ কেন হবে? শরৎ চন্দ্রের গফুর মিঞা হয়তো আজ আর নেই। কিন্তু এখানে কাকে অত্যাচারী জমিদার বলবো? মহেশদের কে

রামপুরহাট থানার আই সি শান্তনু অধিকারীকে ফোন করলে তিনি বলেন, তাদের দায়িত্ব অবৈধ প্রাণী পাচার আটকে পশুদের স্থানীয় খোয়ারের দায়িত্বে অর্পণ করা। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আইন রক্ষক আইন রক্ষা করেছেন। খোয়ারের মালিকের বক্তব্য, তার আর জায়গা নেই। স্থানীয় এক হোটেল মালিক কল্যাণময় সাহা তার আসা যাওয়ার পথে এই দৃশ্য দেখে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তার প্রশ্ন, অবলা প্রাণীদের কী অপরাধ? এই প্রখর রৌদ্রে অবলা প্রাণীর উপর এই অন্যায়ের কি কোন প্রতিকার নেই? উল্লেখ্য, এই গরু কিন্তু একটি উপকারী সামাজিক জীব নয়। গোটা দেশের সাথে এই বঙ্গে একটি রাজনৈতিক বাঁচবে? মানুষ তো উন্নততর জীব। শুধু আইন রক্ষা হলেই হলো? কোর্টের চালানের কাজ ঠিকঠাক থাকলেই হলো? মানুষদের এইভাবে কড়া রোদ্দুরে রাখলে তো হৈ চৈ পড়ে যেতো। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। খোয়ার মালিক ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার ঘটনার দেড় ঘণ্টা বাদে সরেজমিনে দেখা গেছে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এই ব্যাপারে বিষয়টি বিধায়ককে তো ফোনে পাওয়া যায় না। ফোন কেটে দেওয়া হয়। এবারও যথারীতি তাই হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে প্রাণীর উপর এই অত্যাচার প্রতিকার ফাউন্ডেশনে ভিডিও সহ অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সরকারি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল নদীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ জুন ঃ সরকারি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল নদীয়ার ফুলিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। সম্প্রতি শতাধিক ছাত্রী শান্তিপুর- ফুলিয়া

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) দফতরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়। অভিযোগ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বিভিন্ন খাতে অর্থ নেওয়ার পরও আবার অতিরিক্ত ফি দাবি করছে, যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমে ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া প্রায় ২০০ জন একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর দাবি, তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার অন্যতম কারণই ছিল সরকারের বিভিন্ন শিক্ষামূলক সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা। কিন্তু সেই বিদ্যালয়েই যদি অতিরিক্ত ফি দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সাধারণ পরিবারের পক্ষে পড়াশোনার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়বে। ছাত্রীদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তারা একাধিকবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। বরং অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। বিডিও অফিসের সামনে বসে দফায় দফায় স্লোগান ও অবস্থান-বিক্ষোভের মাধ্যমে নিজেদের দাবি তুলে ধরে ছাত্রীরা। বিক্ষোভকারী ছাত্রীরা প্রশ্ন তোলে, সরকারি বিদ্যালয়ে যখন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়, তখন কেন অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হবে? তাদের মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাহত করছে এবং বহু ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তুলছে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়। পরে বিডিও দফতরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রশাসনিক আধিকারিক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাত্রীরা নিজেদের অভিযোগ তুলে ধরে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে, প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্যা সমাধান হলেও ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয়, সেই দাবি তুলেছে আন্দোলনরত ছাত্রীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এবার সব স্কুলে পালিত হবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস', প্রবন্ধ-বিতর্ক-কুইজে জোর শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ জুন ঃ রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এবার থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে জারি করা নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী ২০ জুন রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। পড়ুয়াদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে। বিকাশ ভবনের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উপলক্ষে স্কুলগুলিতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। পড়ুয়াদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের ইতিহাস ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করাই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, শুধু পড়ুয়ারাই নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদেরও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি স্কুলে দিনটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে। জেলা স্তরে স্কুল ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়োজিত অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ছবি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৫ জুনের মধ্যে শিক্ষা দপ্তরে জমা দিতে হবে। শিক্ষা দপ্তরের বক্তব্য, নতুন প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের গঠন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু একটি অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং রাজ্যের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান তৈরি করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এর আগে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু ২০ জুনের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ না থেকে পরবর্তী দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং আলোচনা সভার আয়োজন করতে বলা হয়েছে। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে হুগলির তারকেশ্বরেও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে তারকেশ্বরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তারকেশ্বরের একটি সম্মেলন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক দিনের স্মরণেই তারকেশ্বরকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার এই উদ্যোগ এবার শিক্ষাঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Alipurduar Electrical Sub-Division, Alipurduar, 736121 for the Work having notice inviting Item rate e-TENDER No.-WBPWD/AE/AESD/eNIT-07/2026-27. Tender ID:- 2026_WBPWD_5015590_1. Bid submission start date(online): 19.06.2026 from 11:30 A.M. Bid submission closing date(online): 27.06.2026 upto 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in
Sd/- AE/AESD, PWD ICA- T10432(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeQ No. WBPWD/AE/NRSH/NIQ-01/2026-27
Name of Work: NRS Hospital and Medical College - Repairing, Lowering and fitting-fixing of water supply pumps with starters and allied works. TENDER ID: 2026_WBPWD_5015630_1. Bid Submission start date: 20.06.2026, Bid submission end date: 27.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, NRS Hospital Sub-Division. ICA- T10423(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Govt. of West Bengal, E-Tender 2nd call vide Memo No. RIO-2026/568 is invited by the Director, Regional Institute of Ophthalmology (RIO), MCH Campus, Kolkata – 700 073, for Selection of Indian or Foreign Manufacturers or their Indian Importer/ Authorized Agent/Authorized Distributors towards purchase of Foldable Multipiece Lens IOL, in **Regional Institute of Ophthalmology, Kolkata – 700 073.** Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 08/07/2026 at 6:00 P.M. For Detail, Please visit the website https://wbtenders.gov.in or http://riokolkata.in/ or the Office of the Undersigned. Sd/- Director, RIO, MCH Campus, Kolkata-73. ICA- T10371(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites online Tender for the work of –1. Thermoplastic paint and other necessary road safety measures in Bishnupur Bye Pass (SH-2) Road under Bishnupur Division, P.W.Dte in the district of Bankura during the F.Y-2026-27 . Amount put to tender.23,30,683.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5015598_1. e-NIT No: 06 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Bid submission closing date is 03.07.2026.2026 up to 12.00 pm. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app, Sd/ Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte. ICA- T10412(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Webel Technology Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)
e-Tender Notice
e-Tender No: WTL/CHC/AMC-DESKTOP/26-27/007
E-Tender is invited for Selection of Agency for AMC for 2 years of 100 Desktop Computers installed at the Hon'ble High Court, Calcutta. e-Tender/ corrigendum may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in & www.wtl.co.in Sd/- For Webel Technology Limited, Manager (Commercial) ICA- T10359(3)/2026

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ২০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৫-০৬-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** নিউ বঙাইগাঁও-এলসি গেট নং ১৪৯ থেকে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ এবং এসটিসি পর্যন্ত পিসিসি/আরসিসি (এম-৩০ গ্রেড) রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৮০,৩৭,৮৭৭.৫৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৬০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE PRADHAN
Barameshya- Ramnagar GRAM PANCHAYAT
Vill- Budhpur, P.O.- Menidih ,P.S.- Puncha, Dist.- Purulia, Pin.-723151 (W.B.)
Online e-tender is hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat from the reliable bonafide resourceful contractors for various types of works for e- NIT NO- BRGP/01(e)/ 2026-27 date – 17.06.2026 . Particulars: Date of publishing:- **19.06.2026 at 10.00 am,** Period and time for downloading/ Collecting bidding documents **19.06.2026 from 10.00 am to 27.06.2026 upto 18.00 pm**, Last date of original draft & original documents submission :-**27.06.2026 upto 18.00 pm**, Date & Time of technical bid opening:- **29.06.2026 at 12.30 pm,** Date & Time of financial bid opening (subjected to completion of technical evaluation):- To be informed later. For details visit: **http://www.wbtenders.gov.in .**
Sd/- Pradhan,
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

E tender notice (Re- Tender)
Online bids are invited the year 2026- 27 from bonafied contractors for listed work in respect of (i) E-NiT-1031/KGP/ 15th CFC untied Fund (phase - 2) -2025-26 Tender ID - 2026_ZPHD_1026611- (1) and 2026_ZPHD_1026611 - (2). Last Date of submission- **23/06/2026 upto 11.45 AM.** Date of opening tender - **25/06/2026 at 12. 00 PM.** For details information contact to the undersigned
Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

Office of the Dakshin Sankrail Gram Panchayat
P.O.- South Sankrail, P.S.- Sankrail, Dist.- Howrah- 711313
e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.- Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC Fund (NIT No:- 003, 004, 005) Date of closing of Submissiob of Technical & Financial Bid on **24/06/2026 up to 14.00 PM** (NIT-003,004) & **24/06/2026 up to 16.00 PM** (NIT 005). For details visit the website:- **http://wbtenders.gov.in.**
Prodhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-tender is invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103. NIQ No. WBPWD/EE/HED/NIQ-13 of 2026-2027. Memo. 1966 Dt. 15.06.2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5015554_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance of entire E.I. Works for a period of one year at the newly constructed office complex of the Directorate of Commercial Taxes, West Bengal at Howrah-711101. ----- AMC of Fire Detection System for the period of 01(One) Year. Last Date of Submission: 29.06.2026. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in,. ICA- T10425(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub Division invites online tender for the work "Supply & Fixing of Copper Pipe for 12 nos AC machine at Mother & Child Hub of Nadia District Hospital (Sadar Campus), Krishnagar, Nadia (Job No. NED/KNG/DW /02/01 of 26-27)". Estimated Amount : Item Rate Tender e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT/05/RH/26-27. Tender ID-2026_WBPWD_ 5015600 _1. Bid Submission Start Date (online) 18.06.2026 at 12:00AM. Bid Submission Closing Date (online)23.06.2026 to 02:00PM. Sd/- R. A. Paul. Assistant Engineer, PWD Ranaghat Electrical Sub Division. ICA- T10440(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM_1
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-21 OF 2026 - 2027 ID: 2026_PHED_1026383_1 to 5 for Sl No. 1 to 5 (i) Last date of submission : 22.06.2026 Upto 05:00 p.m. (ii) Date of Opening : 24.06.2026 After 05:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- For Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte. ICA- T10391(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpur Sub-Division-II, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING TENDER - WBPWD/AE/BKPSD-II/e-NIT-04/2026-27. The work Making of temporary staging work for routine check up of Madhyamgram ROB for thorough inspection by PWD officials during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015593_1. Intending tenderers are requested to visit the website http://wbpwd.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Barrackpur Sub-Division-II. ICA- T10438(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
ASSISTANT ENGINEER, PWDte., BANKURA ELECTRICAL SUB-DIVISION-I invites online e-tender for the work of **(1)** "SITC of New Air Conditioning system with allied EI Work at Bankura Sub-Division-I, Social Sector Office in the Dist. of Bankura." NIQ No: WBPWDTE/AE/BESD-I/e-NIQ 02 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015609_1. Bid Submission End Date: 29-Jun-2026, 12:30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT/NIQ and Tender documents may be downloaded From http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Bankura Electrical Sub-Division-I, PWD, GOVERNMENT OF WEST BENGAL ICA- T10419(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
2nd CORRIGENDUM
DATE CORRIGENDUM
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Western Highway Circle No.-I, P. W. (Roads) Directorate, Purta Bhavan, Burdwan-713103, Published Online 2nd Corrigendum against Tender ref. No. : WBPW(R)D/NIB-03 of SE/WHC-I /2026-2027. Tender ID:-2026_WBPWD_5014248_1. Name of work:- Collection of Toll Tax from the vehicular traffic plying through the Harekrishna Konar Setu over river Damodar at Jamalpur under Burdwan South Highway Division. Bid Submission closing date (online):- 26/06/2026 up to 2.00 PM. instead of 15/06/2026 up to 2.00 PM. Sd/- S.E., W.H.C.-I, P.W.(R)D., GOVT. OF W.B. ICA- T10436(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 03/ASDII of 2026– 27 A.E, Alipore Sub-Division-II, PWD. Name of Work – i) Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 9A, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026 - 27. Rs.2,90,405.00 ii) Repairing, painting along with other ancillary works in Flat 10A, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026- 27. Rs.3,37,645.00 iii) Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 9B, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026- 27. Rs.3,34,890.00 iv) Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 7B, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026 – 27 Rs.3,24,759.00 v) Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 8B, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026 – 27 Rs.3,30,784.00 Bid Submission end date 25.06.2026 upto 15.00 P.M Tender ID: 2026_WBPWD_5015557_1 to 5. Details will be available from the web site http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Assistant Engineer, PWD Alipore Sub-Division– II,. ICA- T10415(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 03/ WB of 2026–27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For 1. Change of broken gully grating by new gully grating, including drain and well cleaning at Parkomat opposite of Writers Buildings during the year 2026-2027. 2. Repairing of window with change of main door and other allied works for installation of AC machines at G-Block 4th floor Law Department within the compound of Writers Buildings during the year 2025-2026. 3. Repairing and painting of existing of old steel Almirah by replacing damaged portion and changing locking arrangement within the compound of Writers Buildings during the year 2026-2027. 4. Scraping and painting works at east side verandah of Main Block ground floor with other allied works within the compound of Writers Buildings during the year 2026-2027. 5. Repairing, painting with other allied works at room no 2 at Main Block 2nd floor, within the compound of Writers Buildings during the year 2026-2027. 6. Repairing and painting of exterior wall at the back side of Main Block adjacent to Block-I within the compound of Writers Buildings during the year 2026-2027. 7. Scraping and painting works at Central Lobby of Main Block, second floor, Verandah and Central Lobby at Ground Floor of Main Block including polishing of marble at second floor Lobby and Verandah within the compound of Writers Building during the year 2026-2027. 8. Construction of temporary Box type partition for Strong Room and Counting Hall in connection with Bar Association Election at mazzanine floor of Standard Building 32,B.B.D. Bag, Kolkata-700001 during the year 2026-2027 are invited from bonafied bidders. Bid submission closing date (online) will be on 25.06.2026 at 16.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5015484_1/2/3/4/5/6/7/8 Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Writers' Buildings Sub-Division,. ICA- T10429(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division, invites e-tender for the work of "Renovation of electrical installation work including laying of incoming power cable at PWD Tent. Vide NIT no. WBPWD/EEKED/eNIT-12/26-27. Tender id: 2026_WBPWD_5014928_1. Bid submission end date is extended upto 23.06.2026 upto 01.00 P.M. Details of Tender documents incl. Corrigendum, if any will be available at website: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division ICA- T10421(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-02/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5015537_1, 2026_WBPWD_5015537_2. Name of Works: **1.** Creation of estimating section and also some finishing work at the office area of the Superintending Engineer Kolkata Electrical Circle at 2nd floor of KIT Building P16 India Exchange Place Extension Kol 73 during the year 2026-27. (Rs. 2,19,488.00). **2.** Urgent replacement of existing chocked swerage line 100mm Dia by 160mm dia UPVC (B-type) pipe of outside East side at KIT Building P16 India Exchange Pl Kolkata under City Division, PWDte., during the year 2026-27. (Rs. 2,16,194.00). Date of Submission start: 22.06.2026 (from 12:00 pm onwards). Date of Submission end: 14.07.2026 (upto 05:00 pm). Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division, Public Works Directorate ICA- T10417(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Purulia Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. Invites online e-tender for the work of : Supply and delivery of different types of electrical matreials for rutine maintenance of Electrical Installation works within the Sadar Campus of the Deben Mahata Government Medical College & Hospital, Purulia in the District of Purulia. e-NIQ No. WBPWD/ AE/ PESD-I/ eNIQ-09/ 2026-27. Tender Id:- 2026_WBPWD_5015558_1. Bid submission start date [online]:- 19/06/2026, 10.00AM. Bid submission closing date [online]:- 25/06/2026 at 10.00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/ S.K.Dey. Assistant Engineer, PWDte. Purulia Electrical Sub-Division -I, P.W.Dte. ICA- T10427(1)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROVIDING HOUSE-KEEPING SERVICES, GARDENING AND FACILITY RELATED SERVICES AT WBPDCL CORPORATE OFFICE AND DEPTT. OF POWER AND NES AT BIDYUT UNNAYAN BHABAN, PLOT 3/C, LA- BLOCK, SECTOR–III, BIDHANNAGAR, KOLKATA-700106
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-5652, Dtd.: 15/06/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2247/26-27/E1333361/S-1150(HRA)
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"PROVIDING HOUSE-KEEPING SERVICES, GARDENING AND FACILITY RELATED SERVICES AT WBPDCL CORPORATE OFFICE AND DEPTT. OF POWER AND NES AT BIDYUT UNNAYAN BHABAN, PLOT 3/C, LA-BLOCK, SECTOR–III, BIDHANNAGAR, KOLKATA–700106". Tender Document Download Start Date:** 16-JUNE-2026, 02:00 PM, **Bid Submission End Date:** 07-JULY-2026, 11:00 AM. **Contact Person:** Smt. Ayantika Sil, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9474973379. **E-mail:** asil@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T10398(2)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF SODIUM SILICATE FOR REGULAR MAINTENANCE JOB AT BOILER AREA UNDER BM
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5653, Dtd: 16/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3973/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of Sodium Silicate for regular maintenance job at Boiler area under BM". Tender document download start date:** 25/06/2026 at 14:00 hrs. and **Bid submission end date:** 23/07/2026 at 15:00 hrs. **Contact Person:** Mr. U. Chakraborty, DGM & HoD, Purchase, KTPS. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T10404(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-1
It is hereby informed that in Notice Inviting Electronic Tender No. 02 (Serial no. 1 to 3), Tender ID : (2026_WBPWD_5014899_1/3) the bid proposal submission end date will be extended as follows vide G.O. No. 3661-F(Y) dt. 07.06.2018 of Additional Chief Secretary to the Government of West Bengal and corrigendum for certificates will be as follows:-

Sl. No.	Subject	In place of	Please read as
1	Bid proposal submission end date (Online)	16.06.2026 up to 1.00 pm	25.06.2026 up to 1.00 pm
2	Bid Opening date for Technical Bid (Online)	18.06.2026 after 1.00 pm	29.06.2026 after 1.00 pm

NIET No. 02 (Serial No. 1 to 3) 2026-27 Tender ID :- (2026_WBPWD_5014899_1/3) Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No. I. P.W. (Roads) Directorate. ICA- T10453(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MED N24 PGS DIVISION TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North 24 Pgs. Division, M.E. Dte. Has issued Corrigendum of date extension for 1 Tender Ids of Basirhat Municipality (2026_MAD_5014874_1) Last date of submission: 22.06.26, 12 pm Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, N24 Pgs. Division. ICA- T10358(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender is invited by AE, EMSD-I, PHED Ref.No. WBPHED/AE/EMSD-I/NIET-01/26-27 and ID : 2026_PHED_1028186. The last date of bid submission (both technical and financial):- **06/07/2026 upto 16:00 Hrs.** Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** Sd/- For AE, EMSD-I,PHED. ICA- T10395(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 03/EE/O&M-VI/W&S/ KMDA/2026-27
Two parts e-Tender is invited by Executive Engineer, (O&M-VI), GRWW, W&S Sector, KMDA, P.O.-Bidhangarh, Kolkata-700066, from eligible, experienced and resourceful contactors, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repair & renovation of Office of The Executive Engineer(O&M-VI/GRWW/W&S/KMDA) within the premises of Garden Reach Water Works., Rs.2,30,006/-, Rs.4,800/-, 45 Days, **End date & time of online Bid Submission:** 03.07.2026 at 18.45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-132)
www.kmda.wb.gov.in ICA- T10354(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D., invites online e-NIT No. 02 of 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015542_1, 2026_WBPWD_5015542_2, 2026_WBPWD_5015542_3, 2026_WBPWD_5015542_4, 2026_WBPWD_5015542_5, 2026_WBPWD_5015542_6, 2026_WBPWD_5015542_7, 2026_WBPWD_5015542_8, 2026_WBPWD_5015542_9. Bid submission start date 16.06.2026 from 09.00 AM. Bid submission end date 23.06.2026 upto 09.00 AM. Details of NIQ and tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D. ICA- T10448(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 07/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Urgent structural repairing, renovation and inside painting work of room no. 2, 8, 22, 38, Hall room and other allied works at Bagbazar Working Womens Hostel Building under Housing Sector, KMDA., Rs.3,45,911/- (including GST & LWC), Rs.6,920/-, 03 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 29.06.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-130)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T10352(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Deepak Kumar,** Father's Name - **Ram Kumar Yadav**, of Vill - Krishnapur Mohalla, Ward No. 04 DF Madhupura, PS - Bishnupur, Dist - South 24 Parganas, who has been missing Since 05.06.2026, at about 09.30 hrs, Residence area under Bishnipur, PS, Description of this missing person is: **Age -** 36 Years, **Complexion -** Sallow, **Hight -** 5 feet 4 Inch,. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D874(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Pradip Dhara, Son of Late Amar Dhara** of Hatiyara, Paschim Para, PS – Ecopark, Dist. - 24 Prgs (N), who has been missing since **18.05.2026** from Kankurgachi Auto Stand. **Description of this missing person is: Age –** 51 Years, **Height** – 5'5", **Complexion** – Black, **Built** – Medium, **Wearing –** Blue Colour Check Gengee and Blue Colour Pant, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).
ICA- D915(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Tania Khatun,** Father's Name - **Mofijul Haque Mondal**, of Vill - Naduria, PO - Srikrishnapur, PS- Ashoknagar, Dist - North 24 Parganas, WB, who has been missing Since 27.03.2026, at about 18.00 hrs, Residential area under PS - Ashoknagar, Description of this missing person is: **Age -** 15 Years, **Complexion -** Fair, **Height -** 5 Feet, **Wearing -** Pink Churidar, **Language -** Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D872(3)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGE NIT
The **Executive Engineer (E) / LTG / Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/BR-IX/2026-2027/16
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light pole bodies at different places in Ward No. 82 under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **2,49,823.78**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/BR-IX/2026-2027/15
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light pole bodies at different places in Ward No. 79 under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **2,48,177.36**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of completion of bid : **29.06.2026 upto 2 pm**; Tender (Technical) opening date : **29.06.2026 at 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 from 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**; Please keep watching on the above website for further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :
(1) NIT No. : LTG/02/333/BR-II/Z-1/26-27
Name of work : **Engagement of electrical night gang for emergency Breakdown / Disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **4,06,213.52**; Earnest Money : ₹ **8,200.00**; Period of completion : **214 Days**; Last date of submission of bid : **26.06.2026 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **18.06.2026 at 1 pm**.
(2) NIT No. : LTG/11/WD-33/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 33 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,49,183.16**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(3) NIT No. : LTG/09/WD-31/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 31 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,48,142.86**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(4) NIT No. : LTG/10/WD-32/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 32 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,48,657.96**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 2 to 4)**.
(5) NIT No. : LTG/13/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Annual comprehensive maintenance work for Air-Conditioning machines installed at Kankurgachi Mpl. Mkt. under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,98,619.53**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date of submission of bid : **29.06.2026 (10 am) (For Sl. No. 2 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 5)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5)**.
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/02/26-27
Name of work : **Operation and maintenance of one No. 40 KVA D.G set at Utsav Bhavan Community Hall (34 H.K. Seth Lane) in Ward No. 02**; Estimated Amount : ₹ **2,32,001.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(7) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/01/26-27
Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeepking of street lighting system in Ward No. 08, Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **4,85,140.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.
(8) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/02/26-27
Name of work : **Operation of one No. 40 KVA D.G set for Bagh Bazar Treasury (E-Governance Center) at 54/1 Raja Raj Ballav Street in Ward No. 08**; Estimated Amount : ₹ **2,32,001.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(9) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/01/26-27
Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeepking of street lighting system in Ward No. 02 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **4,98,674.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **365 Days (For Sl. No. 6 to 9)**; Last date & time of submission of bid : **29.06.2026 at 1 pm (For Sl. No. 6 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **19.06.2026 at 5 pm (For Sl. No. 6 to 9)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 6 to 9)**.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/60 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road surface by laying concrete block at different spots of B.B. Ganguly Street, Bentinck Street and surroundings in Ward No. 46, Br.-VI**; Estimate Amount : ₹ **2,97,049.80 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **120 Days**.
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/62 (1st Call)
Name of work : **Repairing of roads (Portion) of Bentinck Street, J.L. Nehru Road and S.N. Banerjee Road under Br.-VI**; Estimate Amount : ₹ **2,95,670.89 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.07.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.06.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.
130/26-27

চলুন বেড়াতে যাই

আরও সস্তায় সিল্ক রুট ভ্রমণ, আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজ আনল আইআরসিটিসি

'বিউটিফুল গ্যাংটক' নামের এই ট্যুর প্যাকেজে রয়েছে ৩ রাত ও ৪ দিনের রোমাঞ্চ। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণের অপেক্ষা করতে হবে না। যখন ইচ্ছে, ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে।আকাবাকা পাহাড়ি পথ। হাত ছুঁয়ে মেঘেদের লুটোপুটি। দু'ধারে গভীর খাদ। চারপাশে চোখজোড়ানো দৃশ্য। গন্তব্য সিকিম। হিমালয়ের কোলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার রাজধানী গ্যাংটক। তিব্বতি বৌদ্ধ সংস্কৃতির সুবাস। আধুনিক জীবনযাত্রার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এই শহর। বহুবার যেতে চাইলেও কোনও না কোনও কারণে অধুরা থেকে গিয়েছে সফর? চিন্তা নেই। এবার মধ্যবিত্তের পকেটের কথা মাথায় রেখে আইআরসিটিসি নিয়ে এল এক দুর্দান্ত সুযোগ। মাত্র ৯,৫১০ টাকায় ঘুরে আসুন কুয়াশামোা। গ্যাংটক। 'বিউটিফুল গ্যাংটক' নামের এই ট্যুর প্যাকেজে রয়েছে ৩ রাত ও ৪ দিনের রোমাঞ্চ। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণের অপেক্ষা করতে হবে না। যখন ইচ্ছে, ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কারণ এই সফরে রয়েছে 'ডেইলি ডিপারচার'-এর সুবিধা। যাত্রার সূচনা হবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন অথবা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে। সেখান থেকে নন-এসি গাড়িতে সোজা গ্যাংটকের হোটেলে। প্রথম দিনটি ক্লান্তি কাটিয়ে পাহাড়ি বাতাস গায়ে মাখুন। আসল রোমাঞ্চ শুরু হবে দ্বিতীয় দিনে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২,৪০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত নীল জলের ছাঙ্গু লেক এবং ১৩,২০০ ফুটের বাবা হরভজন সিং মেমোরিয়াল দেখতে যাওয়ার পালা। শীতের মরশুমে এই ছাঙ্গু লেক বরফে জমে যেন এক সাদা ক্যানভাস হয়ে ওঠে। কেউ যদি ভারত-চীন সীমান্তের নাথু লা পাস ছুঁয়ে আসতে চান, তবে সেনার অনুমতি নিয়ে নিজস্ব খরচে তা ছুঁয়ে দেখতে পারেন। তৃতীয় দিনটি বরাদ্দ গ্যাংটক শহরের অলিতে-গলিতে ঘোরার জন্য। এনচে মনেস্ট্রি, গণেশ টোক, হনুমান টোক, তাশি ভিউ পয়েন্ট, বকথাং জলপ্রপাত, তিব্বতোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং হ্যান্ডিক্রাফট ডিরেক্টরেটের মতো দর্শনীয় স্থানগুলি ছুঁয়ে যাবে এই সফর। চাইলে নিজের খরচে রোপওয়েতে চেপে মেঘের ওপর ভেসে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও নেওয়া যেতে পারে। চতুর্থ দিনে সকালের জলখাবার খেয়ে পাহাড়কে বিদায় জানিয়ে আবার সমতলে ফেরার পালা।খরচ ও প্যাকেজের খুঁটিনাটি- ঋতুভেদে এই সফরের খরচে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ১ জুলাই থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, নভেম্বর মাস এবং জানুয়ারি থেকে মার্চ- এই 'অফ সিজন'-এ কমফোর্ট ক্লাসে ডাবল শেয়ারিংয়ে খরচ শুরু মাত্র ৯,৫১০ টাকা থেকে। আর ' ক্লাসে' খরচ ১২,৯৫০ টাকা। তবে এপ্রিল থেকে জুন এবং উৎসবের 'পিক সিজন'-এ এই খরচ কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২,৬৫০ টাকা এবং ১৮,৩৫০ টাকা। প্যাকেজের মধ্যে থাকছে নামী হোটেলে থাকা, প্রতিদিনের সকালের জলখাবার ও রাতের মহার্ঘ নৈশভোজ। সঙ্গে যাতায়াতের গাড়ি এবং ভ্রমণ বিমার সুবিধাও মিলবে। তবে মূল ট্রেন বা বিমানের টিকিট এবং ব্যক্তিগত গাইড বা রোপওয়ের খরচ পর্যটকদের নিজেদেরই বহন করতে হবে।পাহাড় ভ্রমণের রোমাঞ্চের মাঝে কিছু নিয়ম মাথায় রাখা জরুরি। সিকিমে কিন্তু পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড গ্রাহ্য নয়। তাই ভোটার আইডি, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। ছাঙ্গু লেকের পারমিটের জন্য অন্তত ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি লাগবে। সঙ্গে ৫ থেকে ১১ বছরের শিশু থাকলে তাদের বয়সের প্রমাণপত্রও সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। বিস্তারিত জানতে আইআরসিটিসি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নজর রাখুন। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে সিল্ক রুট বরাবর ভ্রমণ বরাবরই এক বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন বাণিজ্যপথের ইতিহাস, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন এই ভ্রমণকে অনন্য করে তোলে। এবার সেই অভিজ্ঞতাকে আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করতে নতুন ট্যুর প্যাকেজ নিয়ে এসেছে আইআরসিটিসি।

মানুষের চাহিদাকেই গুরুত্ব, একদিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের মেয়াদ বললেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া এবং সরকারি পরিষেবা পাওয়ার বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে রাজ্যজুড়ে চলা জনকল্যাণ শিবিরের মেয়াদ আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানান, নির্ধারিত সময়ের পরেও বৃহস্পতিবার ১৮ তারিখ পর্যন্ত এই শিবির চালু থাকবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। সাংসদ জানান, জনকল্যাণ শিবিরে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিড় করছেন। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণ, তথ্য সংশোধন এবং নতুন আবেদন জমা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই শিবিরের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কোনো কারণে সরকারি ছুটি থাকলেও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হবে না। সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসগুলিতে নিয়মিত পরিষেবা চালু থাকবে এবং সাধারণ মানুষের আবেদন গ্রহণ ও প্রয়োজেনীয় .কাজ সম্পন্ন করা হবে। সাংসদের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে আয়ুস্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা এবং একশো দিনের কাজের জব কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবার জন্যই মানুষের আগ্রহ সবচেয়ে .বেশি। বহু মানুষ নতুন জব কার্ডের আবেদন, পুরনো তথ্য সংশোধন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিবিরে আসছেন। শুধু ক্যাম্পেই নয়, প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য সংশোধন ও অন্যান্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। অনলাইন পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের প্রযুক্তিগত সমস্যার প্রসঙ্গে জগন্নাথ সরকার বলেন, কিছু প্রকল্পে এখনও সম্পূর্ণভাবে অনলাইন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে আপাতত কয়েকটি ক্ষেত্রে অফলাইনে আবেদন ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট অ্যাপ ও পোর্টাল সম্পূর্ণভাবে চালু হলে সেই সমস্ত তথ্য অনলাইনে আপলোড ও নথিভুক্ত করা হবে।বিশেষ করে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তি রয়েছে, সে বিষয়েও সাংসদ জানান, বর্তমানে যেসব আবেদন অফলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে, সেগুলি অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলেই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাই আবেদনকারীদের অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।একশো দিনের কাজের জব কার্ড প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, এই মুহূর্তে জব কার্ডের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বহু মানুষ নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে আগ্রহী। সেই কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাংসদের দাবি, জনকল্যাণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। মানুষের ভোগান্তি কমিয়ে সহজ ও স্বচ্ছ উপায়ে সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণেই মানুষের চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনকল্যাণ শিবিরের মেয়াদ আরও একদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনের যাত্রীদের জন্য রুক্ষ বর্ষার চ্যালেঞ্জকে মসৃণ ও নিরাপদ সফরে রূপান্তরিত করছে

কলকাতা, ১৭ জুনঃ এমন এক সময় ছিল যখন বর্ষার আগমন মানেই রেলযাত্রীদের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হতো। প্রবল বর্ষণের ফলে ট্র্যাক জলমগ্ন হওয়া, কোচ আটকে পড়া, ড্রেন আটকে যাওয়ার কারণে আচমকা সিগন্যাল বিকল হওয়া এবং দীর্ঘ, কষ্টদায়ক যাত্রাবিলম্বের ছবি নিত্যদিন ভেসে উঠত। বহু বছর ধরে বর্ষাকাল ছিল যাত্রীদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর লড়াইয়ের এক কঠিন বাধা। আজ, পূর্ব রেল সেই পুরনো পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিচ্ছে। এক ব্যাপক, নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত পরিকাঠামো গত ওভারহলিং বা খোলনলচে বদলে ফেলার মাধ্যমে বর্ষা এখন আর বিঘ্নের প্রতীক নয়, বরং মসৃণ, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সফরের মরসুম হয়ে উঠেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে এই ব্যাপক রূপান্তর এবং সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, যা আমাদের মূল্যবান যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কোনো প্রকার আপস না হওয়া নিশ্চিত করে। একটি আক্রমণাত্মক, বহু-বিভাগীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে, পূর্ব রেল আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ঢাল হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল, সিগন্যালিং এবং অপারেটিং ইউনিটগুলিকে সফলভাবে সমন্বিত করেছে। এই কৌশলের মূল ভিত্তি হলো প্রধান প্রধান ডিভিশন জুড়ে বড় আকারের প্রতিরোধমূলক কাজের দ্রুত বাস্তবায়ন, যাতে রেললাইন পরিষ্কার থাকে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত না হয় এবং জরুরি দ্রুত-প্রতিক্রিয়া দলগুলি চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকে। ট্র্যাক জলমগ্ন হওয়ার সমস্যা দূর করতে প্রধান ইয়ার্ড এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে একটি নিবি। প্রাক-বর্ষা পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। হাওড়া ডিভিশনে, ট্র্যাকের পাশ এবং ক্রস-ট্র্যাকের বিশাল ১০৬,৮৩৯ মিটার ড্রেনের মধ্যে ১০৪,০৯৭ মিটার ইতিমধ্যেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং বাকি সামান্য অংশ ১৫ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে, ১৬,৭৬১.৮ মিটার বিস্তৃত কলোনির ড্রেনের ৯৮ পরিষ্কার করা হয়েছে যার পরিমাণ ১৬,৪৪৬.৩ মিটার, এবং মাত্র ৩১৫.৫ মিটার বাকি রয়েছে যা ২০ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি, শিয়ালদহ ডিভিশনও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার ব্যাপক ইয়ার্ড পরিষ্কারের অভিযান শেষ করেছে। লাইনের উপরে বা কাছাকাছি যাতে জল জমতে না পারে, সেজন্য উভয় ডিভিশনের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ড্রেন আউটলেটগুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হয়েছে। স্থায়ী পরিকাঠামোগত উন্নয়নও চলছে, যার মধ্যে রয়েছে এমন কিছু স্থানে শক্তিশালী কংক্রিটের ড্রেন নির্মাণ যেখানে ভারী বৃষ্টির কারণে আগে ট্র্যাক সার্কিট বিঘ্নিত হতো। পূর্ব রেল কাঠামোগত পরিদর্শন এবং উন্নত রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সরঞ্জামের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা নজরদারি নেটওয়ার্ককে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করেছে। হাওড়া ডিভিশনে ৪৭টি স্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাড ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯টি স্থানে ইতিমধ্যেই টহলদারি (পেট্রোলিং) শুরু হয়েছে, এবং বাকি ৩৮টি স্থানকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে যাতে ভারী বৃষ্টি হলেই অবিলম্বে টহলদারি শুরু করা যায়। একই সাথে, শিয়ালদহ ডিভিশন সমস্ত চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলিকে কভার করার জন্য তার ২৪স৭ স্ট্যাটিক এবং মনসুন পেট্রোলিং চার্ট সক্রিয় করেছে। স্থানীয়ভাবে জলের স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য, হাওড়া ডিভিশন ১০টি নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে তৈরি করেছে এবং প্রতিটিতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একজন করে পেট্রোলম্যান নিযুক্ত করেছে।

জলমগ্নপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত আরও ৫৪টি LHS-এ ১২ জুন, ২০২৬ থেকে হ্যান্ডহেল্ড জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইসে সজ্জিত পেট্রোলম্যানদের দ্বারা ২৪X৭ সম্পূর্ণভাবে কর্মী মোতায়েন করা হবে। পরিকাঠামোগত বিপর্যয় এ।াতে হাওড়ায় নির্মাণাধীন ২টি নতুন সেতুর সাইটেও বিশেষ পেট্রোল টিম মোতায়েন করা হয়েছে। একইভাবে, পথচারী এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত সহজতর করতে শিয়ালদহ ডিভিশন যথাযথ জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ LHS ও রোড আন্ডার ব্রিজ -গুলিতে সম্পূর্ণ কর্মী মোতায়েন নিশ্চিত করেছে।

স্টেশনের পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ নিরাপত্তা পরীক্ষাও প্রস্তুতির চূ।ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। হাও।া ডিভিশনে নিরাপত্তা পরিদর্শনে ১৯৫টি স্টেশন এবং ১,৪৯৩টি পৃথক প্ল্যাটফর্ম শেড ইউনিট সফলভাবে কভার করা হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় চিহ্নিত ৪৮৫টি কাঠামোগত ত্রুটির মধ্যে ৩৩৮টি সম্পূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে এবং বাকি ১৪৭টি ৩০ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে পুরোপুরি ঠিক করা হবে। এদিকে, শিয়ালদহ ডিভিশন বর্ষার মরসুম শুরুর আগেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও জেলা কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে রেলওয়ে অ্যাফেক্টিং ওয়ার্কস (ঙক্স) এবং রেলওয়ে অ্যাফেক্টিং ট্যাঙ্কস (ঙক্সণ)-এর গুরুত্বপূর্ণ যৌথ পরিদর্শন পরিচালনা করে বহিরাগত বন্যার ঝুঁকি দূর করতে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

ওভারহেড লাইন ট্রিপিং এ।াতে এবং লোকো পাইলটদের জন্য পরিষ্কার লাইনের দৃশ্যমানতা বজায় রাখতে, ট্র্যাক বরাবর একটি ব্যাপক গাছ ছাঁটাই অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযান ওভারহেড ইলেকট্রিফিকেশন (ঞ্ক) ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে, সিগন্যালের স্পষ্ট দৃশ্যমানতা বজায় রাখে এবং ভেঙে প।া ডালপালার কারণে ট্র্যাক অবরোধের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর করে। হাও।া ডিভিশনে ছাঁটাইয়ের জন্য চিহ্নিত ৭,৬২৭টি গাছের মধ্যে ৭,৫৫৮টি ইতিমধ্যেই সফলভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গাছ ২০ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে পরিষ্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনও একইভাবে কোনো অপ্রত্যাশিত গাছ প।ার হাত থেকে ওভারহেড তারগুলিকে রক্ষা করতে সমস্ত উচ্চ-ঘনত্বের যাত্রী করিডোর বরাবর তার গাছ ছাঁটাইয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে।

যেকোনো অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে, পর্যাপ্ত বর্ষাকালীন সংরক্ষিত সামগ্রী-যার মধ্যে রয়েছে পাথরের গুঁ।ো, ভারী বোল্ডার এবং বাল্লা-প্রচুর পরিমাণে মজুত করা হয়েছে। এই জরুরি সামগ্রীগুলি শিয়ালদহ ও হাও।া ডিভিশন জু।ে ঝুঁকিপূর্ণ জংশনগুলিতে মাটিতে এবং বিশেষ ওয়াগনের চাকায় কৌশলগতভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ১০৬ মত সভা আয়োজন

কলকাতা, ১৭ জুনঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখে কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈনের সভাপতিত্বে জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটি -র ১০৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটি -র সভায় মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সারেঙ্গি, মাননীয় সাংসদ শ্রী বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে ZRUCC-এর ২৪ জন মাননীয় সদস্য এই সভায় অংশ নেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন মাননীয় সদস্যদের কাছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাম্প্রতিক সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি যাত্রী-সুবিধা বৃদ্ধি, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য পরিবহনের (ফ্রেইট লোডিং) বৃদ্ধি এবং 'অমৃত স্টেশন প্রকল্প'-এর আওতায় স্টেশনগুলির পুনর্উন্নয়ন ইত্যাদি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করার পাশাপাশি, মাননীয় সদস্যরা ট্রেন পরিষেবা, যাত্রী-সুবিধা এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতির জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির মধ্যে ছিল ট্রেন পরিষেবার সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা, ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ, অতিরিক্ত স্টপেজ বা যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা, ট্রেনের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি এবং নতুন হল্ট স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁরা স্টেশনগুলিতে আরও বেশি যাত্রী-সুবিধা-যেমন লিফট, এসকেলেটর, শৌচালয়, প্ল্যাটফর্ম শেড এবং যাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন তাঁর বক্তব্যে জানান যে, মাননীয় সদস্যদের পরামর্শ ও দাবিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রেলওয়ে প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তিনি কথা বলেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও তাঁরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।সভায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত প্রধান বিভাগীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপি কার্যকর্তাকে ইট ছুঁড়ে মেরে ফেলার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর , জুন ঃ জনকল্যাণ শিবির চলাকালীন জয়নগর মজিলপুরে এক মহিলা বিজেপির এক কার্যকর্তা ইট ছুঁড়ে মারার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক মহিলা। সোমবার থেকে তিন দিনের জনকল্যাণ শিবির চলছে সারা রাজ্য জুড়ে।বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে ও জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে ও চলছে জনকল্যাণ শিবির। আর শিবির চলাকালীন মঙ্গলবার বিকালে আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সের বাইরে মহিলাদের লাইনে আচমকা উওজেনা ছড়ায়।অভিযোগ লাইনে দাঁড়িয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌর সভার ৯ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ার বাসিন্দা তনুশ্রী চক্রবর্তী মুখার্জি নামে এক মহিলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নামে কুসিত ভাষায় আক্রমণ করে। আর তার প্রতিবাদ জানিয়ে মোবাইলে তার ছবি তুলতে গেলে শোভন মতিলাল নামে এক বিজেপি কার্যকর্তার উপর ইট তুলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ঐ মহিলা। আর তাই নিয়ে চরম উওজেনার সৃষ্টি হয়। পরে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিকে আহত শোভন মতিলালের চিকিৎসা করা হয় এবং ঐ মহিলার নামে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিংয়াকা চ্যাটার্জী মঙ্গলবার রাতে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুসিত ভাষায় গালাগালি করে কি করে।তাও আবার সেই সরকারের পরিষেবা নিতে এসে।

মার্কিন হামলায় ভারতীয়দের

১র পাতার পর- প্রধানমন্ত্রী মোদি সরাসরি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ না করলেও, এই যুদ্ধ এবং তার জেরে ভারতীয় নাগরিকদের উপরে যে হামলা হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাণিজ্যে প্রভাব নিয়েও কথা বলেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতিই গত ৮ জুন ওমান উপকূলে পালাউয়ের একটি তেলবাহী জাহাজে হামলা করেছিল আমেরিকার রণতরী। ওই জাহাজে ছিলেন ২৪ জন ভারতীয় নাগরিক। জাহাজে থাকা তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয় হামলায়। ভারত এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আমেরিকার তরফে এই হামলার নেপথ্যে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ওই জাহাজটি অবৈধভাবে, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে ইরান থেকে তেল নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। তাদের আটকাতেই হামলা করা হয়েছিল। আমেরিকার এই পদক্ষেপের পরই ভারত তীব্র বিরোধিতা করে এবং এই হামলা থামানোর দাবি করে।

জাহাঙ্গির অনুগামীদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর!

১র পাতার পর-সেই টাকাও এরা চুরি করেছে। চোরদের সেই সম্পূর্ণ তালিকা আমার হাতে চলে এসেছে, খুব শীঘ্রই তার আইনি ব্যবস্থা হবে।'' এখানেই শেষ নয়, 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি অভিযোগ করেন যে, এই প্রকল্পের নামে ৬০ হাজার টাকা করে প্রায় ৮,০০০ ইউনিটের টাকা কারা তুলে নিজেদের পকেটে পুরেছেন, তা ফলতার সব মানুষ ভাল করেই জানেন। নতুন সরকার এই সমস্ত টাকা চুরির হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন যে, এর আগে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তিনি দু'বার ফলতায় এসেছিলেন, তবে আজ এসেছেন সম্পূর্ণ সরকারি কর্মসূচির রূপরেখা নিয়ে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করেন, ''আমি বারবার ফলতাবাসীকে কথা দিয়েছিলাম যে ফলতাকে একটি আদর্শ বা 'মডেল বিধানসভা' হিসেবে গড়ে তুলব। প্রথম দিন থেকেই আমাদের সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।'' প্রথম বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডার জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ফলতার রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও মজবুত করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হাসপাতালের হাল জানতে ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে ঘুরে খোঁজ বিধায়কের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ড। কখনও বহির্বিভাগের সামনে অপেক্ষমাণ রোগীদের ভিড়, কখনও পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা উদ্বিগ্ন পরিজন। কোথাও চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়ে খোঁজ, কোথাও আবার পরিষেবা পেতে কতটা সময় লাগছে, তার হিসেব। বুধবার প্রায় এ ভাবেই ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। হাসপাতালের বহির্বিভাগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং রোগী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একাধিক বিভাগে গিয়ে কর্মী, চিকিৎসক ও রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। চিকিৎসা পরিষেবা পেতে রোগীদের কোথাও কোনও বাধা বা ঘাটতি রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পরে হাসপাতালের সুপার-সহ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক। পরিদর্শনের পরে প্রণত বলেন, ' রোগীরা যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা পান, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকছেন কি না, সে বিষয়েও নজর রাখতে বলা হয়েছে।' তাঁর দাবি, বিভিন্ন চিকিৎসা পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে রোগীদের দেরি হওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। সেই কারণেই এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফির প্রসঙ্গ টেনে প্রণত বলেন, ' সময়ে ইউএসজি করাতে ছ'মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। এখন সেই সময় অনেকটাই কমেছে। তবে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে।'রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের পরিষেবা নিয়ে বারবার আলোচনা এসেছে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউও হাসপাতাল পরিদর্শন করে পরিচ্ছন্নতা, কর্মীদের দায়িত্ববোধ এবং পরিষেবার মান নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। তবে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সেই সব নির্দেশের পরেও হাসপাতালের সামগ্রিক পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনা, শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। তাঁদের মতে, চিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতালের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বাজারে 'অতিথি সাত হাতি, লেবুবাগানে ঢুকে চাঞ্চল্য গোপীবল্লভপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ জুন ঃ সকালের বাজার তখন জমে উঠেছে। কেউ সবজি কিনছেন, কেউ চায়ের কাপ হাতে আড্ডায় ব্যস্ত। ঠিক সেই সময়েই আচমকা ছড়িয়ে পড়ে খবর- বাজারের পাশের লেবুবাগানে ঢুকে পড়েছে হাতির দল! খবরটি প্রথমে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, গোপীবল্লভপুরের সুবর্ণরেখা নদীর পাড় সংলগ্ন ইকো পার্কের রিভার ফিল্ড মাঠের লেবুবাগানে নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করছে সাতটি হাতি। বাজার থেকে যার দূরত্ব সামান্য। আর তাতেই মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বনদপ্তর সূত্রে খবর, নদী পার হওয়ার সময় একটি 'হাতির গ্যাং'-এর হাতির দল পথ হারিয়ে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে। সাধারণত জঙ্গল বা নদীপাড়ের নির্জন এলাকায় হাতির দেখা মিললেও, এ দিন তাদের একেবারে জনবহুল বাজার সংলগ্ন এলাকায় চলে আসা বনকর্মীদের কাছেও অস্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। হাতির উপস্থিতির খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন ভিড় জমাতে শুরু করেন ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায়। কেউ মোবাইলে ছবি তুলতে ব্যস্ত, কেউ আবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছুটে আসেন 'অতিথি হাতির দর্শন' করতে। ক্রমশ বাড়তে থাকা সেই ভিড়ই নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসনের। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ এবং বনদপ্তরের কর্মীরা। শুরু হয় মাইকিং। বারবার সতর্ক করা হয় কৌতূহলী জনতাকে। বনকর্মীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই হাতির খুব কাছে যাওয়া যাবে না, ছবি তোলার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়া যাবে না, শব্দ করা বা হাতির দলকে উত্তেজিত করারও চেষ্টা করা যাবে না। বনদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'হাতির দল এখন শান্ত অবস্থায় রয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এএসএন/০১, তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি ইউনিট, সিগন্যাল ও টেলিকম, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এএসএন-০১-২৬-২৭। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে নিউ মদনপুর, ছোটা আম্বোনা, তপসী ও সোনাচারা স্টেশনে অনুমোদিত এসআইপি অনুযায়ী ইয়ার্ড রিমডেলিং সম্পর্কিত দুমকা-বাসুকীনাথ ও দুমকা-বারাপলাসী সেকশনে নিউ মদনপুর (এমপিইউআর) স্টেশনে, অন্ডাল জংশন (ইউডিএল)-সীতারামপুর (এসটিএন) সেকশনে তপসী (টিওপি) স্টেশনে এবং সীতারামপুর (এসটিএন)-প্রধানখুন্তা (পিকেএ) সেকশনে ছোটা আম্বোনা (সিএএম) স্টেশনে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ আরডিএসও ইআই স্পেসিফিকেশন আরডিএসও/এসপিএন/১৯২/২০১৯ অনুযায়ী নিউ ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেম-এর ব্যবস্থা এবং অন্ডাল জংশন (ইউডিএল)-সীতারামপুর (এসটিএন) সেকশনে সোনাচারা (এসএসসিআর) স্টেশনে বর্তমান অলস্যান্ডো (হিতাচী) নির্মিত মাইক্রোলক-॥ ইআই সিস্টেম অদলবদল/পরিবর্তন সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ এবং মার্শালিং ইয়ার্ডে অন্ডাল নিউ আরওএইচ শেডে অবস্থানস্থলের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন এস অ্যান্ড টি আইটেমের আনুষঙ্গিক এস অ্যান্ড টি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৩,১০,৯৯,০৩৫.৭৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৬৬,২২,০০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৫.০৬.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং কাজ {ইন্ডোর বা (ইন্ডোর + আউটডোর)} এবং/বা প্যানেল ইন্টারলকিং কাজ {ইন্ডোর বা (ইন্ডোর + আউটডোর)} এবং/বা রুট রিলে ইন্টারলকিং কাজ {ইন্ডোর বা (ইন্ডোর + আউটডোর)}। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-85/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Rahina Hossain (Old Name) W/O–Mahammad Hossain resident of 81/10 A Old Police Line Road, Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Rahina Hossain to Rahina Khatun and henceforth I shall be known as Rahina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit No-470 sworn before the notary public Berhampore court on 17/06/2026. My name Rahina Khatun & Rahina Hossain both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mahammad Hossain my father's (Old Name) Abdul Jalil Sheikh & Abdul Jalil Sekh resident of 81/10 A Old Police Line Road, Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my father's name from Abdul Jalil Sheikh & Abdul Jalil Sekh to Abdul Jalil Sk and henceforth my father's name shall be known as Abdul Jalil Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit No-469 sworn before the notary public Berhampore court on 17/06/2026. My father's name Abdul Jalil Sk & Abdul Jalil Sheikh & Abdul Jalil Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mannooda Bibi (Old Name) W/O–Rafik Sekh resident of Vill & Po-Sahajadpur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Mannooda Bibi to Mahamuda Bibi and henceforth I shall be known as Mahamuda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (S) 1st class Berhampore court dated on 08/06/2026 . My name Mahamuda Bibi & Mannooda Bibi both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি কাজল মন্ডল পিতা মঙ্গল মন্ডল সাং খরসাডাঙ্গা পোঃ বোয়ালিয়াডাঙ্গা থানা বহরমপুর জেলা-মুর্শিদাবাদ পিন নং ৭৪২১০২, ৭৫ নং খরসাডাঙ্গা মৌজা আরএস ও এলআর ৭১৬ নং দাগে ১৬৫ শতক খতিয়ান নং ১২৬৭, আমি উক্ত সম্পত্তি গত ইংরেজি ০৬.০৬.১৯৮৬ তারিখে বহরমপুর এডি.এসআর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৬৫৯ নং দানপত্র মুলে মালিক ও দখলিকার আছি, ১১.০৩.২০২৬ তারিখে বহরমপুর এসডিও কোর্ট-এ ২৩৫৩ সিরিয়ালে একটি হলফনামা দিয়ে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে ও আধার কার্ডে কাজল মন্ডল এবং জমির দলিলে অসীমকুমার মন্ডল একই ব্যাক্তি বলে হলফনামা করিয়াছি। বর্তমানে আমি উক্ত সম্পত্তি আমার স্ত্রী যুথিকা মন্ডলের বরাবরে বহরমপুর এডিএসআর অফিসে দানপত্র দলিল লিখিত করিয়া দিব। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহলে অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে বহরমপুর এডি.এসআর অফিসে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিবেন।

NAME CHANGE

I, Chand Mahammad Sk (Old Name) S/O–Jabu Sk resident of Vill-Sekendarpur, PO-Mosimpur, PS-Saktipur, Dist Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Chand Mahammad Sk to Chand Mohammad Sk and henceforth I shall be known as Chand Mohammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public vide affidavit Number 385, dated 12/06/2026 . My name Chand Mohammad Sk & Chand Mahammad Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ghuncha Ghazal, W/o.- Nasiruddin & D/o.- Abdul Haleem, R/o.- 118, Elliot Road, P.S.- Park Street, Kol-700016, WB, my Father's actual name spelling has been wrongly recorded in my Passport as Abdul Halim instead of Abdul Haleem, vide an Affidavit No. 1263, dtd. 16.06.2026, bofore the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Calcutta. That, Abdul Haleem & Abdul Halim both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul khalaque (old name) S/o-Jafer Mondal residing at Puratandigri, Nabipur, Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL KHALAQUE to ABDUL KHALEK MONDAL and henceforth I shall be known as ABDUL KHALEK MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 17/06/2026. ABDUL KHALAQUE (old name) and ABDUL KHALEK MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Meheraj S/O- Abdul Sekh, resident of Vill- Chakmuria, P.O.- Chakmuria, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713406, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MEHERAJ SEKH vide Affidavit No.-115 dated 01/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Meheraj and Meheraj Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Murtuza Hussain S/O- Moudutnabi Molla @ Moudut Molla, resident of Bagila Dakshinpara, P.O.- Bagila, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MORTUJA HOSSAIN vide Affidavit No.-76 dated 16/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Murtuza Hussain and Mortuja Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajijul Haque (Old Name) S/O–Afsar Ali resident of Vill-Fatepur , Po-Nurpur , Ps-Suti , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742223 do hereby declared that I have changed my name from Ajijul Haque to Azizul Hoque and henceforth I shall be known as Azizul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/06/2026. My name Azizul Hoque & Ajijul Haque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sehenur Rahaman (Old Name) S/O–Eanus Mandal resident of Vill-Chanderpara , Po-Sahebrampur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Sehenur Rahaman to Sahinur Rahaman and henceforth I shall be known as Sahinur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/06/2026. My name Sahinur Rahaman & Sehenur Rahaman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Rejaul Karim (old name) S/o- Iyar Ali residing at Nutungram, Nutungram , Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742140 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD REJAUL KARIM to MD REJAUL KARIM and henceforth I shall be known as MD REJAUL KARIM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 17/06/2026. MOHAMMAD REJAUL KARIM (old name) and MD REJAUL KARIM (new name) both are same and one identical person

বোনকে বাঁচাতে গিয়ে শেষ দিদিও মর্মান্তিক পরিণতি হল একই পরিবারের দুই সদস্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ জুন ঃ জেলার ময়না থানা এলাকায় মর্মান্তিক পরিণতি হল একই পরিবারের দুই বোনের। বাড়ির অদূরেই এদিন সকালবেলা খেলা করছিল দুই বোন। সেই সময় ঘনিয়ে এল বিপদ। অকালেই ঝরে গেল দুই প্রাণ। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ পুরো এলাকা। অসাবধানতার জেরে ঘটে গেল এক চরম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই নাবালিকা সহোদরার। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল অপরজনেরও। বুধবার সকালে হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালবেলা বাড়ির সামনেই খেলা করছিল পূজা ও পায়েল। সেই সময় তাদের মা ঘরের ভেতর রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাড়ি থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরেই ছিল একটি পুকুর। খেলাধুলো করার ফাঁকেই কোনওভাবে পুকুরের ধারে চলে যায় তারা। প্রাথমিক অনুমান, খেলতে খেলতে অসাবধানতাবশত প্রথমে ছোট বোন, চার বছর বয়সী পায়েল পুকুরের গভীর জলে পড়ে যায়। বোনকে জলে হাবুডুবু খেতে দেখে তাকে বাঁচানোর জন্য কোনও কিছু না ভেবেই পুকুরে ঝাঁপ দেয় ৯ বছরের দিদি পূজা কায়েত। দু'জনেই পুকুরের জলে তলিয়ে যায়। এদিকে বেশ কিছুক্ষণ বাচ্চাদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে মা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। চারিদিকে সন্ধান করেও যখন তাদের হদিস মিলছিল না, তখন বাড়ির লোকের সন্দেহ গিয়ে পড়ে সামনের পুকুরটির ওপর। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরের জলে নেমে তল্লাশি শুরু করেন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় পুকুর থেকে একে একে দুই বোনের নিথর দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়না থানার পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের অসতর্কতায় চোখের পলকে দুটি তাজা প্রাণ এভাবে ঝরে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। মথুরাপুর গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। এবিষয়ে ওই দুই বোনের মামা শম্ভু দাস বলেন, পাড়ায় একটা বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান ছিল। বোন বাড়িতে রান্না করছিল। বাড়ির উঠোনেই দুই ভাগ্নি খেলা করছিল। প্রথমে তাদের মা টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে রান্না করতে যায়। কিন্তু সেই ফাঁকেই বাচ্চা দুটো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। খেলতে খেলতে ছোট ভাগ্নি জলে পড়ে যায়। তাকেই বাঁচাতে জলে নামে বড় ভাগ্নি দু'জনেই জলে তালিয়ে যায়। পুকুরের জল থেকে দু'জনকেই উদ্ধার করা হয়। ওই দুই নাবালিকার বাবা ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা থাকলেও তারা অসুস্থ। আর এদিন সকালবেলা রান্না কাজে ব্যস্ত ছিল মা। সেই ফাঁকেই ঘটে গেল এই মর্মান্তিক পরিণতি।

স্মার্ট রেলওয়ের লক্ষ্যে প্রযুক্তি-আধারিত পরিকাঠামো ও ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সমাধানের ওপর গুরুত্ব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৭ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেল পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং আইআইটি গুয়াহাটির অধ্যাপক অশ্বিনী কে. নন্দা একটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উপস্থাপনা পেশ করেন তিনি নিউ দিল্লী থেকে ভার্চুয়ালি এই কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করে। এই সেশনে রেলওয়ের সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নত সেন্সিং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের রূপান্তরমূলক ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এই কার্যসূচিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এবং মুখ্য কার্যালয় ও বিভিন্ন ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রেজেন্টেশনের সময় অধ্যাপক নন্দা মাল্টিপল সেন্সর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল টুইন ব্যবহার করে স্থায়ী রেলপথ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ও একক ব্যবস্থা শীর্ষক একটি উন্নত ধারণা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। প্রস্তাবিত সিস্টেমটি ইন্টেলিজেন্ট সেন্সর নেটওয়ার্ক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-আধারিত পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্র্যাকের অবস্থার নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা প্রোঅ্যাক্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ ও তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এই ধরনের প্রযুক্তির সম্পদ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উন্নতি, রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং রেলওয়ের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার সক্ষমতা রয়েছে। সমবেতদের উদ্দেশে ভাষণকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার একটি সুরক্ষামূলক, স্মার্ট এবং আরও স্থিতিশীল রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমূহকে গ্রহণ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে রেল পরিবহনের ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং পরিবেশগত দায়িত্ব একসাথে চলা উচিত। এই আয়োজনে রেলওয়ের সুরক্ষা, দক্ষতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। কনফারেন্স চলাকালীন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। এই চলচ্চিত্রে সমগ্র জোন জুড়ে গৃহীত বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ -যেমন ব্যাপক হারে রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ, সৌরশক্তির প্রসার, শক্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, জল ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য হ্রাসকরণ, বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি এবং বিভিন্ন ডিভিশন, কারখানা ও কার্যালয়ে পরিবেশবান্ধব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এই পদক্ষেপগুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্থিতিশীল বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এমন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও পরিবেশ- বান্ধব দায়িত্বশীল অনুশীলন গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অত্যাধুনিক ডিজিটাল সলিউশ্যান এবং চলমান পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপের সমন্বয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক ও পরিবেশ-সচেতন রেলওয়ে ব্যবস্থা হিসেবে তার অবস্থান আরও সুদৃ। করে চলেছে যা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং এর বাইরের জনসাধারণদের জন্য নিরাপদ, দক্ষ ও স্থিতিশীল রেলওয়ে পরিবহন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঐতিহ্য হারাচ্ছে জামাইষষ্ঠী, ইনভার্টার-ফ্যানের দাপটে কোণঠাসা সেই 'তালপাতার পাখা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ জুন ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এবং আষাঢ় মাসের শুরুর দিকে যখন তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা তখন বাঙালির কাছের বন্ধু ছিল হাত পাখা। তবে

বহু বছর আগে কথা নয় বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে গ্রামের বাড়ির উঠোনে অথবা শহরের এক চিলতে বারান্দায় হাত পাখাই ছিল একমাত্র ভরসা। সেই পাখার বাতাসে শুধু শরীর শান্ত হতো সেটা না, এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মা-দিদাদের হাতের ছোঁয়া। আবার অনেক সময় ঠান্ডা বাতাস অনুভব করার জন্য ঠান্ডা জলে পাখাটিকে ভিজিয়ে হাওয়া করতেন মা-ঠাকুমারা। তবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে গ্রাম বাংলার হাত পাখার ঐতিহ্য। বর্তমান সময়ে লোডশেডিং এর অন্ধকারকে জয় করে এখন ইনভার্টার, রিচার্জেবল ফ্যান আরও কত কী রয়েছে। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে হাত পাখার কদর ছিল আলাদা। তালপাতা থেকে শুরু করে বাঁশের চাঁচাড়ি, এর পাশাপাশি কাপড়ের উপর রঙিন সুতোর বুনন দিয়ে তৈরি হাতপাখার কদরই ছিল আলাদা। চৈত্র সংক্রান্তির মেলা অথবা রথের মেলায় এই রঙিন পাখা কেনার ধুম পড়ে যেত। তবে সেইসব কুটির শিল্পের চাহিদা দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে বংশানুক্রমিক পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির এই জয়জয়কার অস্বীকার করার উপায় নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এক জায়গায়, আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাহলে কি গ্রাম বাংলার সেই পুরনো ঐতিহ্য হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে! আজ থেকে কয়েক বছর আগে সারা বছরের নিশ্চিত রোজকার আজ নিছক উৎসব অনুষ্ঠানের সাময়িক বিকিকিনিতে এসে আটকে গিয়েছে। হাত পাখা তৈরির সঙ্গে যুক্ত এক শিল্পী সুচিস্মিতা মাল জানান এই বিলুপ্তি শুধুমাত্র একটি উপকরণের বিদায় না, এর সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমরা বাজারে বাজারে গিয়ে হাত পাখা বিক্রি করে আসতাম। পারিশ্রমিক ও বেশ ভালই পাওয়া যেত। তবে বর্তমানে ব্যাটারি চালিত প্লাস্টিক পাখার ব্যবহার বেড়েছে ফলে আমাদের তৈরি পাখা আর তেমনভাবে কেউ ব্যবহার করতে চান না।

আটক বাংলাদেশি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৭ জুন ঃ বর্ধমানের যৌনপল্লী থেকে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। অবৈধভাবে কয়েকবছর ধরে ভারতে বসবাসের অভিযোগে। ধৃতের নাম মরিয়ম আক্তার (৪২)। তিনি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার মুঠাবাড়িয়া থানার তুষখালি গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার তার বিরুদ্ধে ফরের্নাস এক্টে মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার আবেদন জানানো হয়েছে এবং একই সঙ্গে জামিনেরও বিরোধিতা করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি এই বিষয়টি কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসেও জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর আসে বর্ধমান শহরের যৌনপল্লী মহাজনটুলিতে বসবাসকারী কয়েকজনের সরকারি পরিচয় পত্রে গড়মিল রয়েছে। সেই মতো অভিযান চালানোর সময় বেশ কয়েকজন মহিলার কাগজপত্র পরীক্ষা চলাকালীন ধৃত মহিলার কাগজে মেলে অসঙ্গতি। তাকে আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি নিজেকে বাংলাদেশী পরিচয় দেন।

কোয়ার্টার পাইয়ের দেবার নামে কুপ্রস্তবঃ অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ জুন ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অস্থায়ী মহিলাকর্মীকে কোয়ার্টার পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মী সংগঠনের এক সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত আদিত্য সরকারের বিরুদ্ধে বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলাকর্মী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারিণী একটি ছাত্রীনিবাসে মেস ওয়ার্কার হিসেবে কর্মরত। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন বা কোয়ার্টারের জন্য আবেদন করে আসছিলেন তিনি। অভিযোগ, কোয়ার্টার বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদিত্য সরকারের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানোর পর তাকে শয্যাসঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। মহিলার দাবি, কোয়ার্টার পেতে হলে অভিযুক্তের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, বারবার কোয়ার্টারের আবেদন করার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কোয়ার্টার বণ্টনের বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ অনুযায়ী, তার নির্দেশেই কোয়ার্টার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনা করতেন আদিত্য সরকার।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে আদিত্য সরকারের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র কল্যাণ মাঝি দাবি করেছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সমীর রঞ্জন আইচ, অ্যাডভোকেট এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেল শ্রী প্রশান্ত আশ, পিতা- স্বর্গীয় দুর্যোধন আশ, সাং ও পোঃ- ডোমজুড়, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪০৫, নিবাসী গত ইংরাজী ২৪.০৬.২০০৮ সালে এ.ডি.এস.আর ডোমজুড় অফিসে দঃ ঝাঁপড়দহ মৌজা জে.এল.-০১৫ হাল ৪৭৩৬ ৪৭৩৩, ৪৭,৩৪, ৪৭৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত সাং ৭৬ ও ৭৭ নং দাগের মধ্যে ৪.০০৮ শতক সম্পত্তি যাহার দলিল নং 02933/2008 খরিদ করেন। যাহা শুম্পা মুখার্জী, অরূপ মুখার্জী, কাবেরী ঘোষ, স্বপ্না চ্যাটার্জীর নাম হল রেকর্ডকৃত সম্পত্তি থাকে এবং উক্ত কাবেরী ঘোষাল, স্বপ্না চ্যাটার্জী ও ঝর্ণা চ্যাটার্জী তাহাদের অংশের সম্পত্তি ভোগ দখলে কায়েম থাকা অবস্থায় গত ইংরাজি ২০০৭ সালে ডোমজুড় এ.ডি.এস.আর অফিসে সাবরেজিস্ট্রি অফিস IV 66 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শুম্পা মুখার্জী ও অরূপ মুখার্জীকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। বর্তমানে উক্ত জমি ডোমজুড় বি.এল.আর অফিসে নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.আর.ও ডোমজুড় অফিস এর নিকট আবেদন করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

সমীর রঞ্জন আইচ
অ্যাডভোকেট
Reg.-WB/642/1984

মিউটেশন আবেদনকারীর রায়তের নামঃ **তীর্থঙ্কর ভৌমিক**, পিতা- মলয় কুমার ভৌমিক
আমোক্তারনামা দাতাঃ **দিপ্তা বিশ্বাস**, প্রযত্নে **শম্ভুনাথ ঘোষ**
ঠিকানাঃ ডি.বি.সি রোড, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামার দলিল নং ও সনঃ **I- 3544, 7.8.2019**
নং বহি ___ নং বহি
আমোক্তারনামা বাবদ দলিল নং ও সনঃ **I- 4632, I- 933, Date : 27.09.2023, 6.4.2026**
নামজারি কেস নং: **MN/2026/0702/___**
উক্ত আমোক্তারনামা বাবদ দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য। আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সমস্ত সমর্থিত ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কার্যালয়ে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা ও বিক্রেতার ...
দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
L.R দাগ নং. 2. RS - 352, RS খতিয়ান 3509,
L.R খতিয়ান নং.-17,18,352
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **তীর্থঙ্কর ভৌমিক**
পিতাঃ **মলয় কুমার ভৌমিক**
ঠিকানাঃ পশ্চিম পাড়া, পিলখানা, মালবাজার

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

নং ৭৫২৬৩৮৭৭ তারিখ ২৫/০৬/২০২৬। টেন্ডার নং ৭৫২৬৩৮৭৭ যেটি ২৭/০৭/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায় খোলার কথা নির্ধারিত ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী ঃ- **ক্র. নং ঃ (০১)।** **বিবরণ ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ। **টেন্ডার নথি অনুসারে ঃ** ২৭/০৭/২০২৬। **যেভাবে পড়তে হবে ঃ** ২৭/০৭/২০২৬।

PR6/382 এমএস/এম/সিএলডব্লু/সিআরজেড
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-০১-২৬-২৭; তারিখ ঃ ১৫-০৬-২০২৬, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ চ্যাংড়াবান্ধা ময়নাগুড়ি রোড হয়ে ক্রসওভার প্রদানের মাধ্যমে রিসেপশন সংযোগ স্থাপন"। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৩৮,৮৬,৬৩০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৯,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি (এপি এন্ড জিএস), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/১৮ তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের **হাওড়া স্টেশন, নিউ কমপ্লেক্সে স্লিপিং পড এবং ডানকুনি ও খাগড়াঘাট রোড স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুম**-এর চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-১৮। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ বেলা ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ.নং.; লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-এইচডব্লুএইচ-৮৪-২৬-১** (পে অ্যান্ড ইউজ- লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস) ও পাঁচ (৫) বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিশনের অধীনে ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের ম্যানেজমেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মী সরবরাহের জন্য চুক্তি প্রদান। ২; এএ/২; **পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-কেজিএলই-ডব্লুআরএল-৮৫-২৬-১** (পে অ্যান্ড ইউজ- লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস) ও পাঁচ (৫) বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিশনের অধীন খাগড়াঘাট রোড রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের ম্যানেজমেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মী সরবরাহের জন্য চুক্তি প্রদান। ৩; বিএ/১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসএলপড-৮৭-২৬-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– স্লিপিং পডস্ অ্যাট স্টেশন) ও ১০ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া স্টেশন, নিউ কমপ্লেক্সে আরওএমটি (সংস্কার পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থানান্তর) ভিত্তিতে আধুনিক ব্যবস্থা ও সুবিধাবলী সমন্বিত স্লীপিং পড স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। (HWH-160/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
KASHIPUR PANCHAYAT SAMITY, PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

Online tenders are invited from bonafied supplier/contractor for **NIeT-WB/KSPGP/NIeT/4/2025-26(2 nd Call), Dated- 16/06/2026** of Kashipur Gram Panchayat for the work of Installation of Solar Pump at SLWM Project. Date of Bid Submission Closing (online) up to **26.06.2026 at 06.00 P.M.** Date & time of opening of Bid (online): **29.06.2026 at 11.00 A.M.** For other details, visit the website: **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No. **1145/BDO/P-I** Dated: 17/06/2026

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-47/25-26** dt.11.03.2026, for 01no. schemes (Tender ID **2026_DM_5013585_1**) under **RIDF XXXI** within the jurisdiction of Purulia-I Development Block has been cancelled due to unavoidable circumstances.
Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

এসঅ্যান্ডটি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০৩ অব ২০২৬-২৭। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং.ঃ** এন-২০২৬-২৭-০৩-ডিওয়াই.সিএসটিই এনডব্লিউ, **কাজের নামঃ** এনএফআরএসএ-তে ইনডোর স্টেডিয়ামে নবীকরণ কাজের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ তথা সেন্ট্রালাইজড এসি এবং শৌচাগার ও চার্কুলেটিং এলাকার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৮,২৪,৩৬১/- টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৭৬,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৬-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৬-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

WB HIDCO

N. I. Q. No. 01(2nd Call) of G.M.(E)-II of 2026-2027

WBHIDCO invites online Item Rate open tender in two bid systems for **"Procurement of One Number Mechanical Thermoplastic Road Marking Machine of Capacity 100 Kg. with Truck Mounted Preheater"** for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 18.06.2026 at 11:00A.M.
Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

General Manager (Engg.) - II
WBHIDCO Ltd.

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 03 of 2026-2027

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 25.06.2026 upto 02.00 P.M. Details may also be available in the website **www.wbhidcoltd.com.**

Assistant Engineer-II
under General Manager (Engg)-IV

WB HIDCO

N. I. T No.- 01 of AGM (E)-II of 2026-2027

WB HIDCO invites online item rate open tender in two bid system for **"Repairing and Painting of Boundary wall of Smart Connect Building in New Town Kolkata"** for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from **18.06.2026 at 11.00 A. M.**
Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Addl. General Manager (Engg)-II
WB HIDCO

WB HIDCO

N. I. T No. 02 of G.M.(E)-II of 2026-2027

WBHIDCO invites online Percentage Rate open tender in two bid system for **"Restoration of damaged Eastern Side Service Road of Street No. 374 (in front of Jain Futuristic Academy) from Int. with St No. 335 to Int. with St No. 333 in AA-IIA, Newtown, Kolkata"** for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 18.06.2026 at 11:00 A.M.
Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

General Manager (Engg.) - II
WBHIDCO Ltd.

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 02 of 2026-2027

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- **wbtenders.gov.in** and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 25.06.2026 upto 02.00 P.M. Details may also be available in the website **www.wbhidcoltd.com.**

Assistant Engineer-II
under General Manager (Engg)-IV

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Short Notice Quotation is invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah-711103. **NIQ No. WBPWD/EE/HED/NIQ-14 of 2026-2027.** Memo. 1984 Dt. 17.06.2026
Name of Work: Temporary Illumination of Different area at Foreshore Road & Howrah Railway Road, beside Ganges River in connection with Celebration of International Yoga Day at Howrah, on 20.06.2026.. Last Date of Submission: 19.06.2026.
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website: **www.pwd.wb.in.**

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/DM&ED/SNIT-01/2026-27

Above mentioned Short Notice Tender(off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Mechanical Work under this Division. Last date of online submission of the bid: **22.06.2026 14:00 HRS**. The other details may be seen from **https:// www.wbiwd.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./-Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

পার্কিং চুক্তির লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিনহাটা (ডিএইচএইচ), মাল বাজার (এমএলবিজেড), টুফানগঞ্জ (টিএফজিএন), গোসাইগাঁও হাট (জিওজিএইচ), চ্যাংরাবান্ধা (সিবিডি), কামাখ্যাগুড়ি (কেএএমজি)-এ দ্বিতীয় এন্ট্রি, নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স) এবং কোচ বিহার স্টেশনগুলিতে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পার্ক-৫১-৮, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান মালবাজার-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	টুফানগঞ্জ-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	গোসাইগাঁও হাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিনি এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য মিক্সড পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary arrangements of IT Equipment and Digital Display Board(LED)/Video Wall in connection with upcoming visit and stay of VVIPs at Lok Bhaban, Kolkata on 20th June to 21st June, 2026" **[Job No. KIT/RW/059 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-034/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 18.06.2026 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

যোগানের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার নং. ডিবি২৫৫৬৬২এ। পিএল কোড (গ্রুপ)ঃ ৮৬০১০৮৪৫০০১৩। কাজের নামঃ** কনচাইনির স্থানে থাকা কোচসমূহে চৌর্য বিরোধী প্রক্রিয়া সহিত ০৬ কিলোগ্রাম পোর্টেবল স্টোরড প্রেসার এবিসি ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার এসএস বডি টাইপ অগ্নি নির্বাপকের যোগান এবং ফিটমেন্ট (সংযোজনীতে স্থানের তালিকা এবং সেইসমূহের আবশ্যকীয় পরিমাণ সংলগ্ন করা হয়েছে)। আরসিএফ স্পেসিফিকেশ্বন নং. এমডিটিএস-৪৬২৭০ আরইভি-০৬ এবং ২৫-০৩-২০২৬ তারিখে জারি করা ইহার সংশোধনী-১ অনুসারে অগ্নি নির্বাপকের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে চৌর্য বিরোধী প্রক্রিয়া ইহার সঙ্গে কঠোরভাবে হইতে হবে। টোকাঃ টেণ্ডারকর্তাগণ আরসিএফ স্পেসিফিকেশ্বন নং. এমডিটিএস ৪৬২৭০ আরইভি-০৬ এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদের জন্যে বিছৰা ধরণে উনাদের প্রস্তাবের প্রপত্র জমা করতে হবে। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৮৪ মাস)। **বায়না রাশিঃ** ২,৪২,১৪০/- টাকা।
টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের **১৪.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Thursday, 18th June 2026	Payel Inn - Asansol, Paschim Bardhaman, West Bengal	11:30 AM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন **dspim.com/IAP** এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন **dspim.com/IEID.** ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

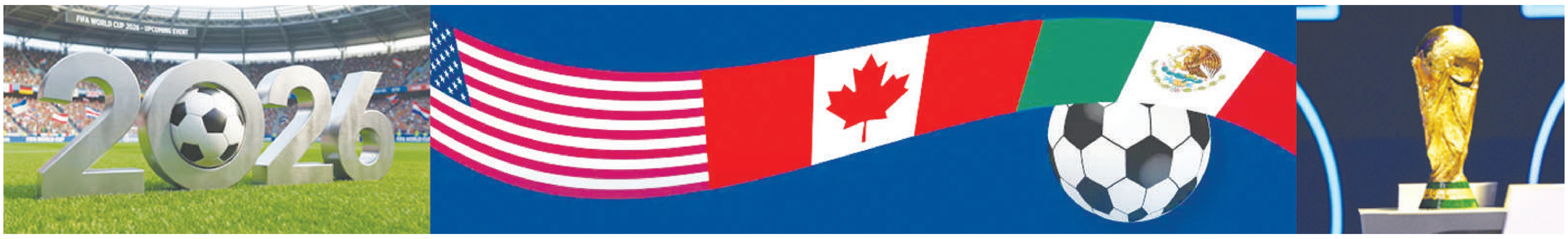

৪ জীবনদানেও ফের ব্যর্থ বৈভব

আউট করে ‘চুপ’ করানোর বার্তা আফগান পেসারের

সংবাদ সংস্থা, ডাম্বুলা, ১৭ জুনঃ ভারত ‘এ’ জন্য ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই আবারও ভালো শুরু পেয়েও সেটাকে বড় ইনিংসে বদলাতে পারল না বৈভব সূর্যবংশী। বুধবার ডাম্বুলায় আফগানিস্তান ‘এ’-র বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজের ম্যাচে ২৮ বলে ৩৮ রান করে আউট হয় তরুণ ওপেনার। একাধিক বার জীবনদান পাওয়ার পরও সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় হতাশা আরও বাড়ে তার। আফগান পেসার ফারিদুন দাউদজাই-এর করা একটি দ্রুতগতির শর্ট বলে হুক শট খেলতে গিয়ে ভুল করে বৈভব। বল ব্যাটের উপরের দিকে লেগে উঠে যায়, আর পয়েন্টে দুর্দান্ত ক্যাচ নেন খালিদ তানিওয়াল। গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেওয়ার পর ঠোঁটে আঙুল রেখে উদযাপন করেন দাউদজাই। সেই উদযাপন মোটেও ভালো ভাবে নেয়নি বৈভব। সে কিছুক্ষণ আফগান বোলারের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং হাতের ইশারায় নিজের প্রতিক্রিয়াও জানায়। ৩৮ রানে আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় তার মুখে স্পষ্ট হতাশার ছাপ দেখা যায়। ইনিংসের শুরু থেকেই ভাগ্য তার পাশে ছিল। মাত্র ১ রানে প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করে আফগানিস্তান ‘এ’ দল। এর পর ৮ রানে তার একটি সহজ ক্যাচ পড়ে যায়। সেখানেই শেষ নয়, ২৫ এবং ৩৭ রানেও তাকে আউট করার সুযোগ নষ্ট করেন আফগান ফিল্ডাররা। চার বার জীবনদান পাওয়ার পর মনে হচ্ছিল, এ দিন হয়তো বড় কিছু করবে বৈভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি আর হয়নি। একটি অপ্রয়োজনীয় শট খেলেই নিজের ইনিংসের ইতি টানে বৈভব। এই সিরিজে বৈভবের রান এখন ১৪, ৪৪, ২১ এবং ৩৮। প্রতিটি ইনিংসেই সে আত্মবিশ্বাসী ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছে। কিন্তু ভালো শুরু করলেও, বড় রানে সেই ইনিংস নিয়ে যেতে পারেনি। এর ফলে হতাশ সমর্থক থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সকলেই। আরও একটি ছোট ইনিংসের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে বৈভব। অনেকের মতে, ২০২৬ সালের আইপিএল-এ দুর্দান্ত সাফল্যের পরও সে এখনও ৫০ ওভারের ক্রিকেটের চাহিদার সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। আবার অনেক সমর্থক তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দাবি, শ্রীলঙ্কা ‘এ’ বিরুদ্ধে বিতর্কিত ঘটনার প্রভাব এখনও তরুণ ক্রিকেটারের মনে রয়ে যেতে পারে।

মেসির জাদুকরী হ্যাটট্রিকে আর্জেন্টিনার উড়ন্ত শুরু

সংবাদ সংস্থা, ক্যানসাস সিটি, ১৭ জুনঃ বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারাল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ক্যানসাস সিটিতে ম্যাচের সপ্তদশ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে দলকে এগিয়ে দেন মেসি। ৬০তম মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলকিপার লুকা জিদানের উপহার লুফে নিয়ে তিনি ব্যবধান বাড়ান। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। এ দিন মাঠে নেমেই ইতিহাসে নাম লেখা হয়ে যায় তার। ছয়টি বিশ্বকাপ খেলা প্রথম ফুটবলার তিনিই। আর্জেন্টিনার প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছুঁয়ে ফেলেন ম্যাচ খেলার ডাবল সেঞ্চুরিও। পরে উপলক্ষটি রাঙান তিনি ঐন্দ্রজালিক পারফরম্যান্সে। ১৬ গোল নিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় স্পর্শ করলেন তিনি সাবেক জার্মান ফরোয়ার্ড মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। ২০০৬ সালের ১৬ জুন বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সর্বকনিষ্ঠ গোলস্কোরার হয়েছিলেন তিনি ১৮ বছর ৩৫৮ দিন বয়সে গোল করে। ঠিক ২০ বছর পর আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলস্কোরারও তিনি। ম্যাচের প্রথম দশ মিনিটেই ছিল দারুণ নাটকীয়তা। লড়াইটা তখন ছিল সমানে সমান। চতুর্থ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের দুর্বল হেড সহজেই ধরে নেন আলজেরিয়ার গোলকিপার লুকা জিদান। পরের মিনিটেই মার্তিনেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে জিদারে পাশ দিয়ে চিপ করে বল জালে জড়ান মেসি। ধারাভাষ্যকার চিৎকার করে ওঠেন মেসির নামে। কিন্তু তার কণ্ঠ মিইয়ে আসে রেফারির বাঁশি শুনে, স্বপ্নের মতো শুরু হতে পারত আর্জেন্টিনার। হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কারণ, মেসি ছিলেন অফসাইড। দুই মিনিট পর সেই অভিজ্ঞতা হয় আলজেরিয়ার। বক্সের একটু বাইরে থেকে আর্জেন্টিনার তিনজনের মধ্য থেকে চোখধাঁধানো পাস বাড়ান ফারিদ এল মেলালি শেইবি। সেই বল ধরে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান এহমেদ কেন্দুসি মাজা। কিন্তু তাদের আলজেরিয়ানদের উল্লাসের পর ভিএআর রেফারি জানান অফসাইডের সিদ্ধান্ত। মাজার বাড়িয়ে ধরা বাঁ হাতটুকু ছিল শুধু অফসাইড! ম্যাচের প্রথম বৈধ গোলের জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। সপ্তদশ মিনিটেই মেসির জাদুর ঝলক। রদ্রিগো দি পল মাঝমাঠ থেকে বল বাড়ান মেসির দিকে। বল দিয়ে দ্রুত একটু এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বাঁ পায়ের গোলা ছোড়েন তিনি। গোলকিপার জিদানের কিছু করার ছিল না। উড়ন্ত ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি তিনি। বিশ্বকাপে বক্সের বাইরে থেকে তার পঞ্চম গোল এটি, ১৯৬৬ আসর থেকে এখনও পর্যন্ত যা বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ। ২০০৬ বিশ্বকাপে মেসির অভিষেক আসর ছিল কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের শেষ বিশ্বকাপ। ২০ বছর পর সেই মেসি নিজের শেষ বিশ্বকাপে গোল করলেন জিদানের ছেলের বিপক্ষে। আগে গোল হজম করে বিশ্বকাপে কখনোই জিততে পারেনি আলজেরিয়া। আগের ছয়টি তারা হেরেছে, জিতেছে দুটি। এরপর বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে খেলতে থাকে আর্জেন্টিনা। হাইড্রেশন বিরতির পর একটু গুছিয়ে ওঠে আলজেরিয়া। ৩৭তম মিনিটে প্রায় ৪০ মিটার দূর থেকে ফ্রি কিকে সরাসরি গোলের চেষ্টা করেন মেসি। কিন্তু বল চলে যায় বেশ ওপর দিয়ে। ৩৯তম মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া শেইবির শট ফেরান এমি মার্তিনেজ। পরের মিনিটেই শেইবির হেড বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আনিস হাজ মুসা বক্সের ভেতর দুজনকে কাটিয়ে বর বাড়ান মাঝখানে। সেখানে একজনের পায়ে লেগে গতি হারানো বল সহজেই মুঠোয় নেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার মার্তিনেজ। একদম শেষ সময়ে ফ্রি কিক থেকে আলিক্সেস মাক আলিস্তেরের হেড উড়ে যায় গ্যালারিতে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা হয় একটু ঢিমেতালে। ৫১তম মিনিটে বক্সের মাথা থেকে মেসির শট ওপর দিয়ে চলে যায়। দু’মিনিট পর মেসির চমৎকার পাস থেকে লাউতারো মার্তিনেজের শট ফিরিয়ে দেন জিদান। মেসির সেই গোলের পর ম্যাচে প্রথমবার লক্ষ্যে বল রাখতে পারে আর্জেন্টিনা। ৬০তম মিনিটে বক্সের অনেক বাইরে থেকে মাক আলিস্তেরের গড়ানো শট শুয়ে পড়ে ঠেকালেও নিরাপদ করতে পারেননি জিদান। বরং বল পেয়ে যান সামনেই ফাঁকায় থাকা মেসি। আলতো টোকায় বল জালে জড়ান তিনি। তার ক্যারিয়ারের সহজ গোলগুলির একটি। ধারাভাষ্যকাররা আলোচনা করছিলেন, এত কিছু অর্জন করলেও বিশ্বকাপে এখনও হ্যাটট্রিক নেই মেসির। এসব আলোচনার মধ্যেই ৬৫তম মিনিটে দারুণভাবে বল নিয়ে ছোটেন। ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠে উত্তেজনা, এটিই কী সেই মুহূর্ত.! কিন্তু না, মেসির বাঁ পায়ের আরেকটি গোলা দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন জিদান। সেই মুহূর্তটি আসে একটু পরই। পাল্টা আক্রমণে নিকো গন্সালেরে কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের ঠিক মাথা থেকে দারুণ এক গড়ানো শটে জিদানকে পরাস্ত করেন তিনি। ৭৯তম মিনিটে তুলে নেওয়া হয় তাকে। গোটা গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায় তাকে। ম্যাচের বাকি সময়ে আর তেমন কিছু হয়নি। মেসিময় ম্যাচে আরও কিছু হওয়ার প্রয়োজনও নেই!

হলান্ডের জোড়া গোলে ইরাককে উড়িয়ে নরওয়ের দারুণ শুরু

সংবাদ সংস্থা, ফক্সবরো, ১৭ জুনঃ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে ‘আই’ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে ইউরোপের দেশটি। নরওয়ের দুটি গোল করেন হলান্ড, একটি লিও আস্টিগোর। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এই নরওয়ে দলটি হয়ে উঠতে পারে টুর্নামেন্টের ‘ডার্ক হর্স।’ দাপুটে জয়ে শুরুতেই এর প্রমাণ দিল তারা। দেশটিকে এর আগে সবশেষ বিশ্বকাপ দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালের ফ্রান্স আসরে। এদিনের নরওয়ের একাদশের পাঁচ জনেরই সেই সময় জন্মই হয়নি, তাদের একজন হলান্ডও। দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা দেশের মানুষকে ২০তম মিনিটেই গোল উপহার দিতে পারতেন হলান্ড তবে ভালো পজিশনে বল পেয়েও হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। দলকে এগিয়ে নিতে খুব বেশি সময় অবশ্য নেননি ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। প্রথম ‘কুলিং ব্রেকের’ পর পুনরায় খেলা শুরু হতেই এগিয়ে যায় নরওয়ে। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের গোলমুখে বাড়ানো বল কিছুটা স্লাইডের মতো করে জালে পাঠান হলান্ড। আধুনিক ফুটবলের এই গোলমেশিনের জাতীয় দলের হয়ে গোল হলো ৫৬টি, ৫১ ম্যাচেই। ১০ মিনিট পরেই অবশ্য দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে সমতা টানে ইরাক। বাঁ দিকের বাইলাইনে থেকে সতীর্থের কাটব্যাক ক্রস পেয়ে, সবার ওপরে লাফিয়ে জোরাল হেডে গোলটি করেন আইমেন হুসেইন। জাতীয় দলের হয়ে এই স্ট্রাইকারের গোল হলো ৩৩টি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটা দেশটির দ্বিতীয় গোল। এর আগে একবারই বিশ্বকাপ খেলেছে তারা, ১৯৮৬ আসরে। সেবার তিন ম্যাচের তিনটিতেই হারের পথে একবার বল জালে পাঠিয়েছিল দলটি। নিজেদের ভুলে চার মিনিটের মধ্যে আবার পিছিয়ে পড়ে ইরাক। সতীর্থের দুর্বল ব্যাক পাস ক্লিয়ার করতে বিলম্ব করেন দলটির গোলরক্ষক জালাল হাসান। ছুটে গিয়ে বলে আলতো একটা টোকা দেন হলান্ড এবং সেই মুহূর্তে শট নেন জালাল। ফলাফল, বল হলান্ডের পায়ে লেগে জালে জড়ায়। আত্মঘাতী ওই ভুলের পর যেন তেতে ওঠে ইরাক। বিরতির আগের কয়েক মিনিটে একের পর এক আক্রমণ করে তারা। যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে আকরাম হাশিমের জোরাল ভলি ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে পারে নরওয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার খেলার গতি কমে যায়। তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই দ্বিতীয় জল পানের বিরতি চলে আসে। প্রথমার্ধের মতো এবারও বিরতি শেষে পুনরায় খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে গোলের দেখা মেলে। মার্টিন ওদেগোরের কর্নারে সবার ওপরে লাফিয়ে হেডে বল জালে পাঠান লিও আস্টিগোর। কিছুক্ষণ পর হ্যাটট্রিক হয়ে যেতে পারতো হলান্ডের। তবে তার কোনাকুনি শট আটকে দেন গোলরক্ষক। যার গোলে ব্যবধান কমিয়ে লড়াইয়ের আভাস দিয়েছিল ইরাক, সেই আইমেন হুসেইনের নাম শেষ দিকে স্কোরলাইনে ওঠে আত্মঘাতী গোলদাতা হিসেবে। গোলরক্ষক বল পাঞ্চ ঠিকমতো করতে পারেননি, গোলমুখেই বল হুসেইনের গায়ে লেগে গোললাইনে পেরিয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে নরওয়ের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন আলফ-ইঙ্গে হলান্ড। ৩২ বছর পর, আরেকটি বিশ্বকাপে সেই যুক্তরাষ্ট্রেই আলো ছড়ালেন তার ছেলে আর্লিং হলান্ড।

বিষধর সাপের আতঙ্কে ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ এখন শুধু গোল, জয়-পরাজয় আর রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের গল্প নয়, সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে এক অপ্রত্যাশিত আতঙ্কও। এ বারের বিশ্বকাপে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বিষধর সাপের উপদ্রব। জার্মানির অনুশীলন শিবিরে সাপ ঢুকে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফুটবল মহলে। অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়িয়েছেন ফুটবলাররা। যদিও কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, তবুও ঘটনাটি চিন্তা বাড়িয়েছে সব দলের। শুধু জার্মানিই নয়, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ডের ফুটবলাররাও সাপের আতঙ্ক নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছেন। এখন বিশ্বকাপের লড়াইয়ের পাশাপাশি সাপের ভয়ও যেন সঙ্গী হয়েছে ফুটবলারদের। জার্মান ফুটবলাররা সাপের মুখোমুখি হয়ে অল্পের জন্য বিপদ এড়িয়েছেন। তবে সাপের আতঙ্ক শুধু তাঁদের শিবিরেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বকাপ চলাকালীন নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ডের দলও একই ধরনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।

জর্ডানকে হারিয়ে বিশ্বকাপে ফেরার ম্যাচ রাঙাল অস্ট্রিয়া

সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ১৭ জুনঃ সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় সময় বুধবার ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে অস্ট্রিয়া। হোমানো শ্মিডের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলি ওলওয়ানের গোলে সমতা ফেরায় জর্ডান। ইয়াজান আল আরবের আত্মঘাতী গোলে ফের এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। যোগ করা সময়ে সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান মার্কো আর্নাতোভিচ। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে প্রথম ম্যাচে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অস্ট্রিয়া। তবে স্কোর লাইন যেমন বলছে, ততটা সহজ ছিল না তাদের জয়। প্রায় পুরোটা সময় সমানে-সমান লড়াই করে জর্ডান। একটু ঢিমে তালে শুরু হওয়া ম্যাচের ২১তম মিনিটে এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে গতিময় বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন শ্মিড। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতা ফেরায় জর্ডান। ওলওয়ানের শট পোস্টের ভেতর দিকে লেগে জড়ায় জালে। কিছুই করার ছিল না অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষকের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি নামেন আর্নাতোভিচ। ৭৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। কর্নার থেকে আসা বলে লাফিয়েও হেড করতে পারেননি আর্নাতোভিচ। তার পেছনেই থাকা জর্ডানের সেন্টারব্যাক ইয়াজানের মাথা ছুঁয়ে বল যায় জালে। উল্টো যোগ করা সময়ের দ্বাদশ মিনিটে হজম করে আরেকটি গোল। ভিএআরের পরামর্শে টিভি রিপ্লেতে জর্ডানের আবু জারিকের হ্যান্ডবলে পেনাল্টি দেন রেফারি। ঠাণ্ডা মাথার স্পট কিকে জাল খুঁজে নেন আর্নাতোভিচ। ১৯৯০ সালের পর প্রথম জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অস্ট্রিয়া।

এমবাপের জোড়া গোল, ফ্রান্সের দারুণ জয়

গোলের জন্য শট কেবল একটি, আক্রমণভাগের তিন খেলোয়াড় মিলে প্রতিপক্ষের বক্সে বলে স্পর্শ স্রেফ একবার- প্রথমার্ধে এতটাই বিবর্ণ ছিল ফ্রান্স! সেই হতাশা ঝেড়ে দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত ফুটবল খেলল তারা। দলকে পথ দেখালেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। সেনেগালকে হারিয়ে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করল দিদিয়ে দেশমের দল।

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ১৭ জুনঃ নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে দুইবারের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এমবাপে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, বদলি নেমেই ব্যবধান বাড়ান ব্র্যাডলি বার্কোলা। শেষ দিকে সেনেগাল একটি গোল শোধ করার পরই, দর্শনীয় দ্বিতীয় গোলে আবার ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। বিশ্বকাপের আগে জাতীয় দলের হয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল পাননি। আসর শুরুর আগে কোচকে এমবাপে বলেছিলেন, বিশ্বকাপের জন্য জমিয়ে রাখছেন সব। বিশ্ব মঞ্চে ঠিকই জ্বলে উঠলেন তিনি। চার বছর আগের বিশ্বকাপ ফাইনালে করেছিলেন হ্যাটট্রিক, এবার প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল। বিশ্বকাপে এমবাপের মোট গোল হলো ১৪টি। সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করতে চায় আর দুটি। একটি রেকর্ড অবশ্য এই ম্যাচেই গড়ে ফেলেছেন তিনি। অলিভিয়ে জিঁরুকে (৫৭) ছাড়িয়ে ফ্রান্সের রেকর্ড গোলস্কোরার এখন এমবাপে (৫৮)। দুই অর্ধে ফ্রান্সের পারফরম্যান্স পুরোপুরিই দুই রকম। প্রথমার্ধে একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেওয়া দলটি বিরতির পর গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে আটটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে। ম্যাচে সেনেগালের ছয় শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচটির আগে ঘুরে-ফিরে আসছিল এই দুই দলের আগের একমাত্র সাক্ষাতের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। ২০০২ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তখনকার বিশ্ব ও ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফুটবল বিশ্বে আলেড়ন ফেলে দিয়েছিল সেনেগাল। বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশটির প্রথম ম্যাচ ছিল সেটি। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঘটনগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয় ম্যাচটিকে। তবে এবার আর কোনো চমক দেখাতে পারল না সেনেগাল। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় হেরে বিদায় নেওয়ার পর থেকে, এই বছরের আফ্রিকান নেশন্সের কাপের বিতর্কিত ফাইনাল বাদ দিলে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে টানা ৩০ ম্যাচ অপরাজিত থেকে এ দিন খেলতে নামে সেনেগাল। শুরু থেকে বল দখলে ফ্রান্স আধিপত্য করলেও দুই দলের কেউ উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। জল পানের বিরতির আগে ২৫তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত সেনেগাল। ফ্রান্সের আক্রমণ ঠেকিয়ে পাল্টা আক্রমণ শাণায় তারা। সতীর্থের পাস ধরে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন নিকোলাস জ্যাকসন, কিন্তু বল পোস্টে লেগে গোলরক্ষকের গায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন সেনেগালের ইসমাইলা সার। বক্সে কাছ থেকে উড়িয়ে মারেন তিনি। এটিই হয়ে থাকে প্রথমার্ধের শেষ কিক। প্রথমার্ধে গোলের জন্য ফ্রান্সের একটি শট, ১৯৬৬ সালে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের কোনো ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিটে দলটির সবচেয়ে কম। ৫৪তম মিনিটে বক্সে ঢুকে মাইকেল ওলিসের নেওয়া শট এগিয়ে এসে রুখে দেন গোলরক্ষক এদুয়াঁ মঁদি। বল তার পায়ে লেগে বাইরে যায়। চার মিনিট পর আরেকটি দারুণ সেভ করেন তিনি। এবার ওয়ান-অন-ওয়ানে এমবাপের শট ব্যর্থ করে দেন প্রাক্তন চেলসি গোলরক্ষক। পরের মিনিটে সাদিও মানের চ্যালেঞ্জে বক্সে এমবাপে পড়ে গেলে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করে ফ্রান্স। ভিএআরের সাহায্যে মনিটরে দেখে পেনাল্টি দেননি রেফারি। যেটি নিয়ে হতে পারে বিতর্ক। এরপর যদিও গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি এমবাপেকে। ৬৬তম মিনিটে ওলিসের পাস বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে আলতো শটে গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে জালে পাঠান তিনি। একটু পর সেনেগাল বল ফ্রান্সের জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ৮০তম মিনিটে দেম্বেলের বদলি নামা বার্কোলা ৮২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। মাঝমাঠ থেকে আদ্রিওঁ রাবিওর বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান তিনি। আট মিনিট যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে নাটকীয় কিছুর আভাস দেয় সেনেগাল। ইব্রাহিম এমবায়ের শট গোলরক্ষকের হাতে লেগে জালে জড়ায়। তবে পরের মিনিটেই ব্যবধান আবার বাড়িয়ে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন এমবাপে। প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন রেয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com